Reg. No. DA.—142.

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

পূর্ব্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মুখপত্র।

৩০শে এপ্রিল, '৫৬ ; ১৬ই বৈশাখ, ১৩৬৩

সডাক বার্ষিক চাঁদা ৪৲ টাকা

প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

পাক্ষিক আহ্‌মদীর নিয়মাবলী

১। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হয়।
২। চাঁদা, সাহায্য (বা কাগজ পাওয়ার সম্বন্ধে কোন অভিযোগ) থাকিলে ম্যানেজারের নিকট পাঠাইতে হয়। চাঁদা অগ্রিম দেয়।
৩। 'আহ্‌মদীর' 'বৎসর' মে হইতে এপ্রিল এবং যিনি যখন গ্রাহক হন তখন হইতে।
৪। বিজ্ঞাপনের হার অতি সুলভ। ম্যানেজারের সহিত পত্রালাপ করুন।

ম্যানেজার, আহ্‌মদী কার্য্যালয়,
৪ নং বক্সীবাজার রোড, ঢাকা

নব পর্য্যায়—৯ম বর্ষ, | Fortnightly Ahmadi, April 30, 1956 | ২৪ সংখ্যা

আহমদীয়া জমাতের ওহ্‌দেদার নির্ব্বাচনের নিয়মাবলী

—নাজের আলা, সদর আঞ্জুমন আহ্‌মদীয়া, রাবওয়া

অনুবাদ : এ, এইচ, এম্, আলী আন্‌ওয়ার

১। শুধু নিম্নলিখিত ওহদেদার বা কর্ম্মকর্ত্তাগণের লিষ্ট মঞ্জুরীর জন্য নেজারতে উলিয়ায় (নাজের আলার সমীপে —সঃ আঃ) পৌছিতে হইবে :—

আমীরে জমাত, নায়েবে আমীর, প্রেসিডেণ্ট, ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট, সেক্রেটারী রুশদ ও ইস্‌লাহ, সেক্রেটারী তালীম, সেক্রেটারী ওমুরে আমা, সেক্রেটারী ওমুরে খারেজা, সেক্রেটারী ওসায়া, সেক্রেটারী মাল, সেক্রেটারী তালিফ ও তস্‌নিফ, সেক্রেটারী জায়াআত, সেক্রেটারী জিয়াফত, অডিটর, আমিন, মোহাসেব।

নোট :— কাজী, মজলিসে খোদ্দামুল্-আহমদীয়া ও মজলিসে আন্‌সারুল্লাহ্‌র ওহ্‌দেদার এবং তহরীক জদীদের সেক্রেটারীর মঞ্জুরী সংশ্লিষ্ট দপ্তর হইতে লইতে হইবে—নেজারতে উলিয়ায় পাঠাইতে হইবে না।

২। যদি কোন স্থানে নায়েবে আমীর ও ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট ছাড়া উপরোল্লিখিত ওহদেদারগণের সহকারীর প্রয়োজন হয়, তবে উহার মঞ্জুরী মোকামী (স্থানীয়) আঞ্জুমনই দিতে পারিবে। এ সম্পর্কে মঞ্জুরীর জন্য মরকজে (কেন্দ্রে) লিষ্ট পাঠাইতে হইবে না এবং মরকজ হইতে এ সম্পর্কে কোন এলানও করা হইবে না।

(ক) মোহাস্‌সেল বা চাঁদা ওসুলকারী সম্বন্ধে মোকামী জমাতের মঞ্জুরীই যথেষ্ট। অবশ্য, এ সম্পর্কে নাজের সাহেব বয়তুল মালের নিকট রিপোর্ট পৌছা কর্ত্তব্য, যাহাতে কোন অসঙ্গত নিয়োগ হইয়া পড়িলে সংশোধন করা যায়।

(খ) ইমামুস্-সালাতের মঞ্জুরী নাজের সাহেব, রুশদ ও ইস্‌লাহ্ হইতে নিতে হইবে। কিন্তু ইমামুস্-সালাত সম্বন্ধে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই হক হইতেছে আমীর বা প্রেসিডেণ্টের। সুতরাং, যদি আমীর বা প্রেসিডেণ্ট ইমামত করেন, তবে সতন্ত্র মঞ্জুরীর প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহারা স্বয়ং ইমামত না করিলে স্থায়ী ব্যবস্থার জন্য নাজের সাহেব, রুশদ ও ইস্‌লাহের মঞ্জুরী লইতে হইবে এবং অস্থায়ী এন্তেজামের (ব্যবস্থার) বেলায় (ইহার মিয়াদ এক মাস পর্য্যন্ত) আমীর বা প্রেসিডেণ্ট ফয়সলা করিতে পারেন।

৩। যেখানে আমীর নিয়োগ করা হয় নাই শুধু এই প্রকার জমাতে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন করিতে হইবে। সেইরূপ, যদি জেনারেল সেক্রেটারী বাদে কাজ চলে, তবে জেনারেল সেক্রেটারী নির্ব্বাচন করিতে হইবে না। কারণ, অন্যান্য সেক্রেটারীদের থাকা অবস্থায় জেনারেল সেক্রেটারীর বিশেষ কোন উপকারিতা দেখা যায় না। অবশ্য, বড় জমাতগুলিতে আবশ্যক থাকা দোষ জনক নয়।

৪। আমীর ও নায়েবে আমীরের মঞ্জুরী আমেরুল-মোমেনীন হজরত খলিফাতুল মসিহ সানীর (আয়েদাহুল্লাহু-তা'লা বেনুসরিহিল আজীজ) হইতে নিতে হয় বলিয়া হুজুর আইয়েদাহুল্লাহুতা'লার মঞ্জুরী লাভ করিবার জন্য নাজের আলার অভিমতও তৎ-সঙ্গে হুজুরের খেদমতে পেশ করা হয়। এজন্য আমীর নায়েবে আমীর সম্বন্ধেও সাকুল্য রিপোর্ট নাজের আলার দপ্তরে পৌছা চাই। কিন্তু এই সকল রিপোর্ট অন্যান্য ওহ্‌দেদারগণের লিষ্ট হইতে পৃথক ফর্দ্দ কাগজে লিখিতে হইবে, যাহাতে উপযুক্ত লক্ষ্য লাভে ব্যাঘাত না ঘটে।

৫। আমীর নির্ব্বাচনের ব্যাপারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতে হইবে :—

(ক) একটি মাত্র নাম নির্দ্ধারণ না করিয়া দুই তিন জন বন্ধুর নাম নির্ব্বাচন করিতে হইবে। একটি মাত্র নাম কোন জমাতের পক্ষ হইতে আমীরের পদের জন্য সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত হইলেও আমেরুল্ মোমেনীন আইয়েদাহুল্লাহুর হুজুরে পেশ করা হইবে না বরং ইত্যাকার রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করা হইবে।

(খ) প্রত্যেক নামের প্রাপ্ত ভোট লিষ্টে সবিশদ সন্নিবিষ্ট থাকিতে হইবে।

(গ) প্রত্যেকের বয়ত গ্রহণের সন, দ্বীনী ও এল্মেজামী যোগ্যতা, বয়স ও পেশা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(ঘ) জামাতের মোট জন সংখ্যা সবিশদ লিখিতে হইবে। ১৮ বৎসরের ঊর্দ্ধে সাবালক পুরুষ কত, ১৮ বৎসরের নিম্নেকার নাবালক কত? নির্ব্বাচন সময়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে বিশেষ ঠেকা না হইলে একটি পদ ছাড়া অধিক পদের দায়িত্ব কখনো এক জনের উপর চাপাইতে হইবে না যাহাতে কার্য্য বহুলতা বশতঃ সেলসেলার কাজে কোন ত্রুটি বা ক্ষতি না ঘটে এবং অধিক অপেক্ষা অধিক দোস্ত্ কাজের শিক্ষা লাভ করেন।

৭। যদি কোন আমীর বা অন্য কোন মোকামী ওহদেদার নির্ব্বাচন সম্পর্কে এই প্রকার অভিযোগ আসে এবং অনুসন্ধানের ফলে এই অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় যে নির্ব্বাচনে কোন প্রার্থীর পক্ষে প্রোপগণ্ডা করা হইয়াছিল, তবে সেই নির্ব্বাচন হজরত আমীরুল মোমেনীন আইয়েদাহুল্লাহুতা'লা বেনুসরেহিল আজীজের হেদায়েত মোতাবেক যাহা সদর আঞ্জুমন আহমদীয়ার ৮৬১ নং কানুনে লিপিবদ্ধ আছে বাতিল করা হইবে এবং প্রোপগণ্ডাকারীদিগের কঠোরভাবে জবাবদিহি তলব করা হইবে ও পুনঃ নির্ব্বচনের সময় কোন মজলিসে তাহাদের যোগদানের অনুমতি থাকিবে না।

৮৬১ নং কানুনটি এই :—"হজরত খলিফাতুল মসিহ সানী আইয়েদাহুল্লাহুতা'লা বেনুসরিহিল আজীজের নির্দ্দেশ এই যে, মকামী (স্থানীয়) আঞ্জুমনগুলি এবং লজনা সমূহের ওহদেদার নির্ব্বাচনের ব্যাপারে যদি কোন ব্যক্তি তাহার পক্ষে প্রোপগণ্ডা করে বা করায় বা ভোট লাভ করিবার জন্য কোন প্রকার আন্দোলন (তহরিক) করে বা করায়, তবে এই প্রকার নির্ব্বাচন—যতটুকু তাহার সম্পর্ক—পণ্ড বলিয়া গণ্য হইবে।"

২১।১১।৪১ তারিখের ৭৬১ নং (ঙ) কানুনেও গৃহীত হয় যে, "এমন যাবতীয় বিষয়ই প্রোপগণ্ডার অন্তর্গত, যদ্বারা জমাতের কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের উপর কোন উপায়ে কোন বিশেষ প্রার্থীর (উমেদওয়ারের) পক্ষে বা বিরুদ্ধে অভিমত সৃষ্টির প্রচেষ্টা করা হয়। শুধু নির্ব্বাচন সভায়

মজলিসে এন্তেখাবে (নির্বাচনী সভায়) প্রার্থিত ব্যক্তিগণের পক্ষে সঙ্গত ও ভদ্রোচিত ভাষায় বক্তৃতা করিবার প্রত্যেকেরই অধিকার থাকিবে। কিন্তু কাহারো বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তির কোন বক্তৃতা করিবার অধিকার নাই।"

৯। যে সকল জমাতের চাঁদা প্রদেয় ব্যক্তিগণের সংখ্যা ২১ বা ততোধিক, সেখানে হজরত আমীরুল মোমেনীন আইয়েদাহুল্লাহু-বেনাস্রেহিল্ আজীজ কর্তৃক অবলম্বিত ১৯৩৬ খৃঃ সনের মজলিসে-মশাওরতের ফয়সলা মোতাবেক সেল্সেলার কোন বকেয়াদারকে কোন কাজে নিয়োগ করা হইবে না। বকেয়া অর্থে ছয় মাসের অধিক বকেয়া বুঝায়।

১০। যদি কোন স্থানে অগত্যা কোন বকেয়াদারকে ওহদেদার করিতে হয়, তবে সেই ওহদেদারের নিকট হইতে এই মর্ম্মে লিখিত অঙ্গীকার লইতে হইবে যে তিনি তাঁহার বকেয়া উপযুক্ত ও নির্দ্দিষ্ট হারে আদায় করিতে থাকিবেন এবং স্থানীয় আমীর বা প্রেসিডেন্টের মধ্যবর্ত্তিতায় সংশ্লিষ্ট নাজারত হইতে সেই হারের মঞ্জুরী নেওয়া জরুরী হইবে। কিন্তু যদি কোন বকেয়াদার (মুসি বকেয়াদার ছাড়া কেননা তাহার বকেয়া ১৯২৮ সনের ১৯শে মার্চ্চ তারিখের আল্ফজলে প্রকাশিত হজরত আমীরুল-মোমেনীন আইয়েদাহুল্লাহুতা'লা বেনাসরিহিল্ আজীজের এরশাদ মোতাবেক মাফ-যোগ্য নয়) বকেয়া আদায় করিতে সম্পূর্ণ অপারগ হয়, তবে তাহার ওজরগুলি উল্লিখিত মধ্যবর্ত্তিতার সহযোগে সবিশদ উপস্থিত পূর্ব্বক নাজের বয়তুলমাল হইতে ক্ষমা গ্রহণ করিবে।

১১। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নির্ব্বাচনী সভায় যোগদানের অধিকার নাই :—

(ক) এমন ব্যক্তি যাহার জিম্মা ছয় মাসাধিক সময়ের বকেয়া মরকজের মঞ্জুরী ছাড়া চলিয়া আসিতেছে অথচ সে তাহা আদায় করিতেছে না। (খ) স্ত্রীলোক। (গ) ১৮ বৎসরের অল্প বয়স্ক নাবালক। (ঘ) যে সকল ব্যক্তি সেল্সেলার দিক হইতে শাস্তি ভোগ করিতেছে। (ঙ) যে সকল ব্যক্তি তাহাদের মরকজী চাঁদা মোকামী নেজাম (স্থানীয় ব্যবস্থা) ডাঙ্গিয়া স্বতন্ত্রভাবে মরকজে পাঠাইতে জেদ করে। (চ) এমন নাবালক শিক্ষার্থী যাহার খরচ পিতা-মাতা বা অন্য অভিভাবক বহন করেন, সে কোন ওহদেদার নির্ব্বাচনের সময় ভোট দিতেও পারিবে না বরং নির্ব্বাচন সভার সভ্যও হইতে পারিবে না।

১২। প্রত্যেক পদের গুরুত্ব ও কর্ত্তব্যাবলী সম্পাদনের উপযোগী ওহদেদার নির্ব্বাচন করিতে হইবে এবং রায় দেওয়ার সময় যোগ্যতার প্রশ্ন সর্ব্বাবস্থায় অগ্রগণ্য রাখা বন্ধুগণের অবশ্য কর্ত্তব্য হইবে। শুধু নাম স্বরূপে—অনবসর, সোস্ত, গয়ের-মুখ্লেস (আন্তরিকতা-শূন্য), অযোগ্য বা কোন দিক হইতে আদর্শ-হীন ব্যক্তিদের নির্ব্বাচন করিতে নাই।

কোন সরকারী চাকুরীয়াকে কোন অবস্থাতেই রুশদ ও ইস্লাহ্র সেক্রেটারী বা ওমুরে-আমার সেক্রেটারী নিয়োগ করিতে নাই।

১৩। হজরত খলিফাতুল-মসিহ সানী আইয়েদাহুল্লাহ বেনাস্রেহিল আজীজের ইহাও এরশাদ যে, কোন ব্যক্তি যে তাহার বয়স অনুসারে আন্সারুল্লাহ্ বা মজ্লিসে খোদ্দামুল-আহমদীয়ার মেম্বর নয়, কোন পদে নিয়োজিত হইতে পারে না। (এসম্পর্কে একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সঠিক নির্ব্বচনের দায়িত্ব নাজারতে উলিয়ার নহে, বরং দায়িত্ব হইল জমাতগুলির; এবং জমাত সমূহে আন্সারুল্লাহ ও মজ্লিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া কায়েম করিবার দায়িত্ব উভয়ের কেন্দ্রীয় মজলিসের—নাজারতের উলিয়ার নয়।

পনর বৎসরের উর্দ্ধ এবং চল্লিশ বৎসরের অল্প বয়স্ক ওহদেদার মজলিসে খোদ্দামুল-আহমদীয়ার মেম্বর হইবেন এবং ৪০ বৎসর ও তদুর্দ্ধ বয়স্ক ওহদেদার মজলিসে আনসারুল্লাহের অন্তর্ভুক্ত হইবেন। কেন্দ্রীয় (মরকজী) মজলিসে খোদ্দামুল-আহমদীয়া ঐ ব্যক্তিকেই ইহার সভ্য মনে করে, যাঁহার সভ্য হওয়ার ফরম পূরণ হইয়া মরকজের মজলিসের দপ্তরে পৌছিয়াছে।

১৪। নির্ব্বাচন লিষ্ট মরকজে পাঠাইবার সময় ইহা বিশদভাবে খুলিয়া লিখিতে হইবে যে, কানুন মোতাবেক ভোট দেওয়ার যোগ্য ব্যক্তি এই আঞ্জুমনে কত জন আছেন এবং নির্ব্বাচন সভায় কতজন উপস্থিত ছিলেন।

১৫। নির্ব্বাচন সভার সভাপতির দস্তখত ছাড়াও নির্ব্বাচন লিষ্টে দুই জন এরূপ বন্ধুর দস্তখত থাকিতে হইবে, যাঁহারা কোন পদের জন্য নির্ব্বাচনে সংশ্লিষ্ট হন নাই, কিন্তু নির্ব্বাচন কার্য্যের ব্যাপারে উপস্থিত ছিলেন।

১৬। নূতন ওহদেদার নির্ব্বাচন লিষ্টের সঙ্গে ওহদেদারদের সহিত চিঠি-পত্র লেখার পূর্ণ ঠিকানা নাজারতে উলিয়ায় আসিতে হইবে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত নূতন ওহদেদারগণের মঞ্জুরীর ঘোষণা প্রকাশিত না হয় বা সংশ্লিষ্ট জমাতের দ্বারা ওহদেদারকে সংবাদ দেওয়া না হয়, সেই পর্য্যন্ত পূর্ব্ববর্ত্তী ওহদেদারগণই কাজ করিতে থাকিবেন।

১৭। নূতন ওহদেদারগণের মঞ্জুরীর এলান প্রকাশিত হইলে পর পূর্ব্ববর্ত্তী ওহদেদারগণের তৎক্ষণাৎ কাজের ভার যাবতীয় তফসীল ও মোকম্মেল রেকর্ড সহ নূতন ওহদেদারগণের সপোর্দ্দ করিবেন এবং নূতন ওহদেদারগণের কর্ত্তব্য হইবে যে, তাঁহারা চার্জ গ্রহণের পর দুই সপ্তাহের মধ্যেই পূর্ব্ববর্ত্তী ওহদেদারগণ হইতে লইয়া বিগত বৎসরের রিপোর্ট সমূহ সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় দপ্তরগুলিতে পাঠাইবেন। নতুবা এই দায়িত্ব পরে তাঁহাদের উপর বর্ত্তিবে।

১৮। যদি কোন মোকামী আঞ্জুমন বা আঞ্চলিক এমারতের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য গ্রাম বা জমাতগুলিও থাকে, তবে নির্ব্বাচন-লিষ্ট ও এমারতের রিপোর্টে একথা পরিস্কারভাবে বর্ণনা করিতে হইবে যে, এই আঞ্জুমন বা আঞ্চলিক এমারতের অন্তর্ভুক্ত অমুক অমুক জমাতও আছে এবং এই আঞ্জুমন বা আঞ্চলিক এমারতের কেন্দ্র স্থান কোথায়—অর্থাৎ এই আঞ্জুমন বা এমারতের নাম কি হইবে।

১৯। যদি কোন আঞ্জুমনের রেজিষ্টরি করা টেলিগ্রাফ-কোড ঠিকানা থাকে, তাহাও লিখিতে হইবে এবং টেলিফোনের ব্যবস্থা থাকিলে, ফোন নম্বর দিতে হইবে।

২০। যদি কোন জমাতের আমীর বা প্রেসিডেন্ট আগ্রহ করেন যে, তাঁহার সেক্রেটারীগণের নামে চিঠি-পত্র তাঁহার মারফত হওয়া চাই, তবে ইহাও পরিস্কারভাবে লিখিতে হইবে।

২১। ওহদেদারগণের নামের সঙ্গে তাঁহাদের উপাধি প্রভৃতিও লিখিতে হইবে। যেমন, মৌলবী সৈয়দ, মীর্জা, চৌধুরী, শেখ, বাবু, ডাক্তার, মুন্শি প্রভৃতি, যাহা সাধারণতঃ তাঁহাদের নামের সঙ্গে লিখা বা বলা হয়। সেইরূপ, চাকুরি থাকিলে পদ কি লিখিতে হইবে।

আমীর নির্ব্বাচনী সভা (মজলিসে এন্তেখাব) সংক্রান্ত বিস্তৃত নিয়মাবলী :

(এই বিধানগুলি হজরত আমেরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ সানী আইয়েদাহুল্লাহুতা'লা বেনাস্রিহিল আজীজের মঞ্জুরীকৃত ১৮।১২।৪০ তারিখের প্রস্তাবানুযায়ী প্রবর্ত্তিত)

১৯৩৮ সনের মজলিসে মশাওরতে হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ সানী (আঃ) মজলিসে মশাওরতের প্রতিনিধিগণের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন :—

"ভবিষ্যতে আমীর নির্ব্বাচনের এই নিয়ম হইবে যে, যেখানে ৪০ বা তদপেক্ষা অধিক চাঁদা-দাতা সভ্য আছেন, সেখানকার জমাতের আমীর, সেক্রেটারী, মুহাসেব, অডিটর ও আমীনের নির্ব্বাচন সরাসরিভাবে না হইয়া একটি এন্তেখাব মজলিসের (নির্ব্বাচনী সভার) মধ্যবর্ত্তিতায় হইবে। ইহার সভ্যগণকে চাঁদা-দাতাগণ কানুন মোতাবেক নির্ব্বাচন করিবেন। এন্তেখাব মজলিসের এই সকল সভ্যগণ ছাড়া স্থানীয় সমস্ত সাহাবী ও বার বৎসরের অধিক বয়স সম্পন্ন চাঁদা-দাতাগণও এই নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন।"

হুজুরের এই ফয়সালা দ্বারা নিম্নলিখিত নিয়মগুলি প্রতিপন্ন হয় :

১। যেখানে ৪০ বা ততোধিক চাঁদা-দাতা আছেন কেবল মাত্র এরূপ এলাকাতেই উপরোল্লিখিত নির্ব্বাচন সভা (মজলিস এন্তেখাব) নিয়োগ হইবে।

২। এই প্রকার এমারতের হুকায় আমীর সরাসরিভাবে না হইয়া, বরং এই এন্তেখাব মজলিসের (নির্ব্বাচনী সভায়) দ্বারা হইবেন।

৩। এই এন্তেখাব মজলিসের সভ্যগণের নির্ব্বাচনও চাঁদা-দাতাগণ ঐ সকল বিধান মতে করিবেন, যাহা সদর আঞ্জুমন আহমদীয়া উহার জন্য নির্দ্ধারণ করিবেন।

৪। নির্ব্বাচিত সভ্যগণ ছাড়া নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণও এন্তেখাব মজলিসের (নির্ব্বাচন সভার) সভ্য হইবেন :— (৯ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জুমার খুৎবা

"আল্লাহ্ তা'লার ওয়াদা নিকটবর্ত্তী করিবার জন্য সমস্ত বন্ধুগণ বিশেষতঃ যুবকেরা দোয়ায় লাগিয়া পড়ুন। দেলে আল্লাহ্ তা'লার এমন প্রেম উৎপন্ন করুন, যেন তিনি আপনাদের দোয়া রদ না করেন।"

রাবওয়া, ১১ই নভেম্বর, ১৯৫৫

—হজরত খলিফাতুল-মসিহ সানী আইয়্যেদাহুল্লাহু-তা'লা

অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আন্‌ওয়ার

তাশাহুদ, তাওজ ও সুরাহ ফাতেহা পাঠের পর বলেন :—

মানুষের যাবতীয় চেষ্টা-চরিত্র ('তদ্বীর') তাহার শক্তি অনুযায়ী সে করিয়া থাকে। কিন্তু কোন কোন সময় শক্তির বহির্ভূত কাজও তাহার সাধন করিতে হয়। মানুষের শক্তির বহির্ভূত কাজ 'তদ্বীর' বা চেষ্টা-চরিতের দ্বারা হইতে পারে না—ইহা দেদীপ্যমান সত্য। উহার জন্য কোন বিশেষ ঐশী-বিধান বা 'তকদীরে-এলাহীর' প্রয়োজন। বস্তুতঃ, আল্লাহতা'লার তকদীর—তাঁহার বিশেষ ব্যবস্থা জগতে প্রকাশ পাইয়া থাকে। বিশেষতঃ, যাঁহারা খোদাতা'লার প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং তাঁহার নিকট দোয়া করিয়া থাকেন, তাঁহাদের জন্য এই প্রকার তকদীর বা ব্যবস্থা অধিক প্রকাশ পায়, যদিও কোন কোন সময় দোয়া বাদেও প্রকাশিত হয়।

দেখ, ইংরাজের যেমন শক্তি তাহাতে কে বলিতে পারিত যে, এত তাড়াতাড়ি হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান রাষ্ট্র দুইটির উদ্ভব হইতে পারিত? যখন সময় আসিল, আল্লাহতা'লার তকদীর প্রকাশ পাইল। আমেরিকার সাহায্য লাভের প্রয়োজন হইল ইংরাজের। রাশিয়ার আক্রমণ রোধের উদ্দেশ্যে আমেরিকার দৃষ্টি পড়িল এসিয়ার স্বাধীনতা লাভের উপর। ইংরাজের উপর আমেরিকা চাপ দিতে আরম্ভ করিল। ইংরাজ বুঝিতে পারিল আমেরিকাকে সন্তুষ্ট না করা গেলে, আমেরিকার নিকট হইতে তাহাদের মতলব হাসিল হইতে পারে না। ফলে, আরো দুই শত বৎসরেও যাহা সিদ্ধির সম্ভবপরতা দেখা যাইতেছিল না দুই এক বর্ষের মধ্যেই তাহা বাস্তবে পরিণত হইল।

তারপর, আরবদের কথা। সমস্ত আরব দেশগুলি ইউরোপীয়ান জাতিদের কুক্ষিগত হইয়া পড়িয়াছিল। কোন কোন অংশ ছিল ইংরাজদের অধীনে, কোন অংশ ছিল ফরাসীদের অধীনে। কিন্তু খোদাতা'লার 'তক্‌দীর' যখন প্রকাশ পাইল, তখন আপনাপনি এই সকল ইউরোপীয়ান জাতিরা পিছনে হটিল এবং আরব দেশগুলিকে খোদা আজাদ করিলেন। এখন এস্রাইলকে আমেরিকা সাহায্য করিতেছিল দেখিয়া কেহ ইহা সম্ভবপর বলিয়া ভাবিতে পারিত না যে, আরব দেশগুলি এস্রাইলের হাত হইতে রক্ষা পাইবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করিলেন। রাশিয়া উৎকৃষ্ট উপকরণ ও যুদ্ধাস্ত্র দেওয়ার প্রস্তুতি জানাইল। মিসর রাশিয়া হইতে বহু সরঞ্জাম পাইতে লাগিল। সিরিয়া ও লেবনানকে দেওয়ার জন্যও রাশিয়া প্রস্তুতির আভাস দিল। ইহা দেখিয়া আমেরিকার শঙ্কা হইল। রাশিয়া মিসর প্রভৃতিকে এত উপকরণ দেওয়ায় আমেরিকা বাধা সৃষ্টি করিতে চাহিল। ইতিমধ্যে ইংরাজ স্বার্থের খাতিরে আর্দ্দিনের সহিত চুক্তির সিদ্ধান্ত করিল। আর্দ্দিনকে তাহারা বৎসর বৎসর কোটি কোটি টাকা দেওয়া আরম্ভ করিল। এক জন সৈন্যাধ্যক্ষ—জেনারেলও দিল। ফলে, এস্রাইল ও আর্দ্দিনের মধ্যে সকল যুদ্ধেই আর্দ্দিন অনবরত জয় লাভ করিতে লাগিল। অথচ আর্দ্দিন একটি নূতন রাষ্ট্র। সেইরূপ, ইংরাজেরা তাহাদের স্বার্থে দীর্ঘকাল যাবত এরাকেও উপকরণ সরবরাহ করিতেছে। ইহার ফলে, এস্রাইলের মনে ভীতির সঞ্চার হয়। যদি এরাক, আর্দ্দিন ও মিসর সম্মিলিত হয়, তবে মোকাবেলা কঠিন হওয়াই স্বাভাবিক। বস্তুতঃ, যখন এক দিকে মনোযোগিতার অভাব দেখা দিল, তখন আল্লাহ্ তা'লা রাশিয়াকে দাঁড় করিলেন। সে উপকরণ প্রেরণ আরম্ভ করিল।

ইহা শুধু আল্লাহ্ তা'লার ফজল। নতুবা আরবেরা বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত এবং আমেরিকা হইতে এস্রাইল যে সাহায্য লাভ করিতেছিল, তাহাতে আরবদের এস্রাইলের মোকাবিলা করা বড়ই কঠিন বোধ হইতেছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা রাশিয়ার মনে প্রতিযোগিতার ভাব জাগ্রত করিয়া মোসলমানদের নাজাতের ব্যবস্থা করিলেন। মিসর উপকরণ পাওয়ার যে এস্রাইল বলিতেছিল যে, তাহারা চাহিলে এক সপ্তাহের মধ্যে সমগ্র আরব জয় করিতে পারে, তাহারাই আমেরিকা হইতে তাড়াতাড়ি সরঞ্জাম পাওয়ার জন্য মিনতি আরম্ভ করিল এবং চীৎকার করিতে লাগিল যে, মিশর অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া পড়িয়াছে—রাশিয়ার উপকরণের দরুণ তাহাদের দেশ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

অতএব, দেখ, আল্লাহ্ তা'লার ফজল—তাঁহার অনুগ্রহ কিরূপে দুনিয়ায় উপকরণ উৎপন্ন করে! আমাদের জমাতও অত্যন্তই সংখ্যা লঘু একটি মুষ্টিমেয় জমাত। ইহার সামনে কাজ অতি বড়। ইহার সহিত আল্লাহ্ তা'লার ওয়াদা মহা প্রকাণ্ড। এই সকল ওয়াদা শীঘ্র পূর্ণ হওয়ার জন্য আমাদের দোয়ায় উঠিয়া পড়িয়া লাগা অত্যাবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লা চাহিলে ভারতের মোসলমানদের মন আহ্‌মদিয়তের দিকে আকর্ষণ করিতে পারেন। সেখানকার শিখ এবং হিন্দুদের মনও আহ্‌মদিয়তের দিকে আকর্ষণ করিতে পারেন। সুতরাং, আমরা নিজে যে কাজ করিতে অক্ষম, (আমাদের পক্ষে সেখানে যাওয়াই কঠিন) আমরা তাহা দোয়া দ্বারা সুসাধ্য করিতে পারি।

আল্লাহ্ তা'লার নিকট আমাদের এই প্রকারে দোয়া করিতে হইবে: "এলাহী, তোমার ওয়াদা সত্য। কিন্তু তোমার ওয়াদা সেখানকার নিঃসহায় গরীবদের মন ভাঙ্গিবার পর পূর্ণ হইলে, উহাতে লাভ কি? তুমি সত্বর তোমার ওয়াদা পূর্ণ কর এবং শীঘ্র এই সকল লোকের মন সবল করিবার ব্যবস্থা কর।"

গত জুমায় আমি বলিয়াছি, স্বপ্নযোগে আমি জানিতে পারিয়াছি যে, আমার অসুস্থতার সম্বন্ধও দোয়ার সহিত নিহিত। অতএব, বন্ধুগণ দোয়ায় মশ্‌গুল হউন।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলিতে দুই এক জন করিয়া মোসলমান হইতেছে। কিন্তু দুই এক জনে কি আসে যায়? খোদাতা'লা বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিন, প্রয়োজন ইহার। যদি বাঁধ ভাঙ্গে এবং সহস্র সহস্র কেন, লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি আহ্‌মদী হওয়া আরম্ভ করে, তবে দুই এক বছরের মধ্যেই প্রত্যেক দিক দিয়া আহ্‌মদিয়ত এত শক্তিশালী হইয়া পড়িবে যে, অতঃপর নিকটবর্ত্তী সময়ে কোনো বিশেষ উদ্বেগময় অবস্থা থাকিবে না। বিভিন্ন দেশে বহু সংখ্যায় আহ্‌মদী হইয়া পড়িলে কিছু সময়ের মধ্যে তাহারা তাহাদিগকে মজবুত করিয়া তুলিবে। এই প্রকারে দূরবর্ত্তী সময়েও খোদাতা'লার ফজলে আহ্‌মদিয়ত মজবুত অপেক্ষা মজবুত হইতে থাকিবে।

সুতরাং, দোয়ায় আত্ম-নিয়োগ কর। আমাকে দুঃখের সহিত বলিতে হয়, যুবকদের জলসায় সময় ত তাহারা 'নায়ড়া' করে—গগণভেদী ধ্বনী উত্থিত হয়, কিন্তু তাহাজ্জুদ পড়িবার ও দোয়া করিবার অভ্যাস তাহাদের অতি অল্প। কিন্তু তোমরা ভাব ত দেখি, আমাদের দেশে প্রবাদ আছে, "কিয়া পাদ্দি, কিয়া পাদ্দি কা শুরবা"—কি পাখী, কি তার 'ঝোল্'! তোমাদের জিম্মায় যে কাজের দায়িত্ব, তাহা পূর্ণ করিবার মত শক্তি তোমাদের কোথায়? দোয়া ছাড়া তোমরা আর কি করিতে পার? দোয়াই শুধু একমাত্র বস্তু, যাহা সকল অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া দেয়। যুবকদের বিশেষতঃ দোয়া করিবার অভ্যাস করিতে হইবে। বিশেষ পূর্ব্বক তাহাদের ইহাও বুঝিতে হইবে যে, "কিয়া পাদ্দি, কিয়া পাদ্দি কা শুরবা" অর্থ কি? তোমরা ত ক্ষুদ্র পাখী "পাদ্দি" অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। তোমাদের প্রাণ তবেই রক্ষা পাইতে পারে, যদি শিকারী বাজের অন্তরে খোদা তোমাদের জন্য দয়ার সঞ্চার করেন। কোনো পাখী যদি জ্ঞানের সহিত

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে চায়, তবে সম্ভবতঃ শত স্থলে নয়, হাজার স্থলেও এক বার রক্ষা পাইবে না। কিন্তু 'পাখি' খোদার নিকট আপীল করিলে শতকরা ৭০ বার বাজের ডানা ভাঙ্গার সম্ভাবনা আছে। তাহার সঙ্কল্প পরিবর্তনের সম্ভাবনাও আছে বা অন্য কোন উত্তম শিকারের উপর উহার দৃষ্টি পড়ায় সেই দিকে ধাবিত হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। অতএব, দোয়া কর, যেন আল্লাহ্‌তা'লা লোকের মনে তোমাদের জন্য প্রেম ও দয়ার সঞ্চার করেন, তোমাদের কথায় 'তাসীর' দেন, তোমাদের কাজে বরকত দেন এবং সর্বোপরি আল্লাহ্‌তা'লা তোমাদের দেলে তাঁহার প্রেম উৎপন্ন করেন—তাঁহার এত প্রেম যে, তারপর তোমাদের কথা তিনি রদ করিতে না পারেন, এবং তোমাদের দোয়া কবুল আরম্ভ করেন। ইহাই তোমাদের বিজয় লাভের উপায়। এই ছাড়া আর কোনই উপায় নাই। আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস—আমাদের একীন এই যে, আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহে, যাহা তিনি বলিয়াছেন সবই পূর্ণ হইবে। কিন্তু সে জন্য আমাদেরও 'তদবীর'—চেষ্টা প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে। আর আমাদের তদবীর হইল দোয়া। পার্থিব উপায়ে প্রচেষ্টার সামান আমাদের নাই। আমরা তাহা করিতে পারি না। কিন্তু এক প্রকার তদবীর, এক প্রকার চেষ্টা-চরিত্র করিতে পারি। বান্দার তরফ হইতে এই প্রচেষ্টা হইল 'দোয়া' এবং দোয়া কবুল করা হইল আল্লাহ্‌তা'লার তরফ হইতে তক্‌দীর'—তাঁহার বিশেষ ব্যবস্থা। যখন এই 'তদবীর ও তক্‌দীর' একত্রিত হয়, তখন আল্লাহ্‌-তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশিত হয়।

দেখ, এখন মোসলমানদের সহিত আল্লাহ্‌তা'লার ব্যবহার স্পষ্টতঃ ঘোষণা করিতেছে যে, 'এলাহী তক্‌দীর' যখন আসে, তখন যাবতীয় মুশ্‌কিল দূরীভূত হয়। সুতরাং দোয়ায় লাগিয়া যাও। দোয়া করিবার অভ্যাস কর। যৌবনেই আল্লাহ্‌র বন্ধু—'আল্লাহ্‌র অলি' হও। বার্দ্ধক্যে পৌঁছিয়া আবার প্রত্যাবর্তন করা কঠিন। কিন্তু যদি এত দোয়া আরম্ভ কর যে, এখন হইতেই খোদাতা'লার প্রকাশিত 'কাশ্‌ফ' ও তাঁহার অবতীর্ণ এল্‌হামের রস স্বাদ লাভ কর এবং তাহার আনন্দ উপভোগ কর, তবে তোমাদের সারাটি জীবন সুন্দর হইবে—আজীবন আল্লাহ্‌তা'লার এহ্‌সান দেদীপ্যমানভাবে দর্শন করিবে। যে দিকে তোমরা থাকিবে, খোদাও সেই দিকেই থাকিবেন। তোমরা যে দিকে তাকাইবে, খোদাও সেই দিকেই তাকাইবেন। তোমরা যে দিকে যাইবে, খোদা সেই দিকেই যাইবেন। তোমরা যে সঙ্কল্প করিবে, খোদাও সেই সঙ্কল্পই করিবেন। যখন বান্দা ও খোদার 'এরাদা'—উভয়ের 'সঙ্কল্প' সম্মিলিত হয়, তখন বড়ই 'বরকত' লাভ হয়—মহাকল্যাণ অবতীর্ণ হয়।

(আল্‌-ফজল, ২২-১১-৫৫ ইং)

স্পেনে আহ্‌মদী মোজাহেদগণের প্রচেষ্টায় ইস্‌লামের পুনরুত্থান

পাঁচ জন স্পেনীয়ের ইস্‌লামে প্রবেশ—ইস্‌লামের প্রতি জনসাধারণের গভীরানুরাগ

—চৌধুরী করম এলাহী জফর সাহেব
(ইন্‌চার্জ্জ, স্পেন মিশন)

আল্লাহতা'লার খাস ফজল, সবদিক নেহাৎ মোবারক প্রতিপন্ন হইতেছে। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার অপার অনুগ্রহে আল মুখ্‌লেস, ইসলামের গভীর অনুরাগী পাঁচ জন স্পেনীয় রুহানী ভ্রাতা দিয়াছেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাদিগকে 'ইস্তেকামাত'—সম্পূর্ণ ধৈর্য্য দিন। তাঁহারা প্রকৃত মারফাতে ইলাহী লাভ করুন এবং বহু জনের হেদায়েতের উপলক্ষ হউন। আমীন, হে আল্লাহ্‌, আমীন।

এই ভাইদের নিম্নলিখিত ইসলামী নাম রাখা হইয়াছে :—

১। মনসুর আহ্‌মদ, ২। আবদুল লতিফ, ৩। নূরুল্‌ হক, ৪। ওবায়দুল্লাহ্‌ নাসের, ৫। মোহাম্মদ ইয়ুসুফ।

এবার বড় দিনের সময় তবলীগ জারী রাখিয়াছি এবং ইস্‌লামী শিক্ষার সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়াছি। উল্লিখিত নব-মোস্‌লেম ভ্রাতাগণ তখনই ইসলাম সম্বন্ধে আলোচনা শুনিতে পান এবং মিশন হাউসে আসা আরম্ভ করেন। ভ্রাতা নূরুল হক, বড়ই গোঁড়া কেথলিক ছিলেন। এখন সাগ্রহে নামাজের পাঠ শিক্ষা করিতেছেন। ইন্‌শা-আল্লাহ, ইয়াস্‌সার্‌-নাল্‌-কোরআনও পড়ান আরম্ভ করা হইবে। আল্লাহ্‌তা'লা ইহাদের সকলকেই প্রকৃত মোসলমান হওয়ার তৌফিক দিন।

সাক্ষ্যাৎকামীদের আগমন :

আল্লাহ্‌তা'লার ফজলে জনসাধারণের মধ্যে ইস্‌লাম সম্বন্ধে জানিবার আগ্রহ-অনুরাগের একটি বিশেষ প্রবাহ ছুটিয়াছে। প্রত্যহ ৪টার পর সাক্ষ্যাৎকামিগণ আসিতে আরম্ভ করেন। রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত এই প্রকার আসা যাওয়া চলিতে থাকে। প্রত্যহ ৪।৫ জন নূতন নূতন ব্যক্তিও আসেন। সাধারণতঃ, আলোচনার বিষয় থাকে আল্লাহতা'লার অস্তিত্ব, মানব জীবনের উদ্দেশ্য এবং তাহা লাভ করিবার ইস্‌লাম কি কি পন্থা বর্ণনা করিয়াছে, যাহাতে মানুষ আপনার মধ্যে ঐশীগুণা-বলী আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতিরূপ হইতে পারে।

সভা-সমিতি :

ব্যক্তিগতভাবে লোকদের মিশন হাউসে আসার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। মা-শা-আল্লাহ্‌, ২০ হইতে ৪০ জন লোক আসিয়া থাকেন। স্থান অসঙ্কুলান হয় বলিয়া আরো আগন্তুক চলিয়া যান। আমি দেড় দুই ঘণ্টা প্রথমতঃ বক্তৃতা করি। পরে প্রশ্ন করিবার সুযোগ দেওয়া হয় এবং অত্যন্ত মনোজ্ঞ আলোচনা চলিতে থাকে। নব-মোস্‌লেম ভ্রাতাগণ নিজে নিজেই অন্যদের উত্তর দেন। একদিন একজন মুর মোসলমানও সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। ইউনিভার্সিটি ও হাই স্কুলের ছাত্রেরাও মিটিংএ যোগদান করিয়া থাকেন।

ডোমিকন রিপাবলিকের দূতের সহিত সাক্ষ্যাৎকার :

ডোমিকন সাধারণতন্ত্রের দূত সাহেবের সহিত সাক্ষ্যাৎকার হইয়াছে। তাঁহাকে ইস্‌লামের 'অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা,' ও 'ইস্‌লামের শিক্ষার দর্শন' পড়িতে দেওয়া হইয়াছে। ঈদ উপলক্ষে লণ্ডনে এদেশের ইংলণ্ডস্থ দূত আহ্‌মদীয়া মস্‌জিদে গমন করেন। তখন হজরত মুসলেহুল্‌-মাওউদ আইয়াদাহুল্লাহ বাকাউহু ওতা'লা তত্রস্থ সেখানে ছিলেন। দূতবর কেতাব পড়িবার অঙ্গীকার করেন এবং স্পেনের প্রেসিডেন্টকে দুইখানি কেতাব প্রেরণের ওয়াদা করেন। আল্লাহ্‌তা'লা দক্ষিণ আমেরিকার দেশ-গুলির যেখানে যেখানে স্পেনীয় ভাষা ব্যবহৃত হয়, ইস্‌লামের তব্‌লীগ পৌঁছান হইয়াছে, যাহাতে তাঁহারাও ইস্‌লামের তৌহীদের পতাকা তলে সমবেত হন।

মরক্কো হইতে একজন স্পেনীয় ডাক্তারের পত্র :

একজন স্পেনী ডাক্তার সাহেবের পত্র পাইয়াছি, উহাতে তিনি ইস্‌লাম সম্বন্ধে জানিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। স্পেনীয় ভাষায় লিটারেচার চাহিয়াছেন। এই প্রকার বহু ফোন আসিয়া থাকে। বহু লোক ইস্‌লাম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন।

আল্লাহ্‌তা'লা সদাত্মাদিগকে শীঘ্র ইস্‌লামে দাখেল করুন, যাহাতে স্পেনবাসীরাও আস্‌মানী বরকত লাভে অংশী হইতে পারেন। আমীন, আল্লাহুম্মা আমীন।

শীঘ্রই খরিদ করুন

"কিশ্‌তিয়ে নূহ্‌" (২য় সংস্করণ)

প্লেগ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ও হজরত মসিহ্ মাওউদের (আঃ) শিক্ষা

[মূল্য ১।০ মাত্র]

ম্যানেজার, মক্‌তবা আহ্‌মদীয়া
৪ নং বক্‌শিবাজার রোড, ঢাকা

আইয়্যাম্-উস্-সোলেহ্ (শান্তির যুগ)

(৮)

মূল : হজরত মির্জা গোলাম আহমদ (আলায়হেস্-সালাম)
আখেরী জমানার ইমাম মাহ্দী ও মসিহ্ মওউদ
অনুবাদ : দৌলত আহমদ খাঁন খাদিম

এ স্থলে স্মরণ থাকে যে আমি ভুল বশতঃ "বারাহীনে আহমদীয়ায়" এক স্থানে "তাওয়াফ্ফা" শব্দের অর্থ পূর্ণ দেওয়া করিয়াছি। ইহাকে কোন কোন মৌলবী সাহেব আপত্তি স্বরূপ উপস্থিত করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা আপত্তির কারণ হইতে পারে না। আমি স্বীকার করি যে ইহা আমার ভুল, এলহামী ভুল নয়। আমি মানুষ এবং মনুষ্যোচিত ভুল-ভ্রান্তি আমার মধ্যে আছে, যদিও আমি জানি যে আল্লাহতা'লা আমাকে কোন ভুলে ফেলিয়া রাখিবেন না। কিন্তু আমি এই দাবী করি না যে স্বীয় গবেষণায় আমি ভুল করি-না। খোদার এলহাম নির্ভুল হয়। কিন্তু মানুষের কথায় ভুল থাকিতে পারে। কেননা ভুল-ভ্রান্তি মানুষের অপরিহার্য্য বৈশিষ্ট্য। আমি "বারাহীনে আহমদিয়ায়" এই বিশ্বাসও প্রকাশ করিয়াছিলাম যে হজরত ইসা (আঃ) পুনরায় আগমন করিবেন। কিন্তু ইহাও আমার ভুল ছিল এবং বারাহীনে আহমদীয়ায় লিখিত এলহামের পরিপন্থী ছিল। কেননা সেই এলহামে খোদাতা'লা আমার নাম রাখিয়াছেন ইসা এবং আমাকে ইসা (আঃ)এর জন্য নির্দ্দিষ্ট কোরানের ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূরক সাব্যস্ত করিয়াছেন।* এবং আমাকে আগমনকারী মসিহ্ মওউদের সমস্ত গুণে ভূষিত করিয়াছেন। এলহামে এই সমস্ত বিশদ বিবরণ থাকা সত্বেও যে আমি ঐ সমস্ত এলহামের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইতে পারি নাই এবং বারাহীনে আহমদিয়াতে এরূপ মতবাদ লিখিয়া ফেলিলাম যাহা ঐ সমস্ত এলহামের পরিপন্থী তাহাতে আল্লাহ্তা'লার কোন রহস্য এবং ইচ্ছা নিহিত ছিল। এই লেখায় আমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণিত হয়। কেননা যদি বারাহীনে আহমদিয়ার ঐ সমস্ত এলহাম যাহাতে প্রকৃতপক্ষে আমাকে মসিহ মওউদ সাব্যস্ত করা হইয়াছে আমার নিজের গড়া হইত তবে আমি নিজ বর্ণনায় ঐ সমস্ত এলহামের বিরোধিতা করিতাম না বরং সেই সময়ই মসিহ মওউদ হওয়ার দাবী করিয়া বসিতাম। কিন্তু স্পষ্টই ইহা জানা যায় যে বারাহীনে আহমদিয়ায় লিখিত আমার নিজের মতবাদ বারাহীনে আহমদিয়ায় সন্নিবেশিত এলহাম সমূহের মর্ম্মের বিরোধী। ইহাতে যে কোন বুদ্ধিমান লোক বুঝিতে পারে যে সেই সমস্ত এলহাম আমার নিজের গড়ন ও ষড়যন্ত্র হইতে মুক্ত। এ স্থলে স্মরণ থাকে যে দাবীর বার বৎসর পূর্ব্বে এলহামী এবারত লিখিয়া দাবীর সূচনা করা এবং দীর্ঘকাল পূর্ব্বে যাহার ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছিল অনেক বৎসর পরে এরূপ দাবী করা মানুষের কার্য্য নয়। মানুষ এরূপ সুদীর্ঘ ষড়যন্ত্র করিতেও পারে না এবং খোদাও এরূপ মিথ্যা এলহামের দাবীতে এরূপ দীর্ঘ সময় পর্য্যন্ত কাহাকেও অবকাশ দিতে পারেন না।

এই সমস্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে হজরত ইসা (আঃ)এর মৃত্যু লাভ করা বা জীবিত থাকার ব্যাপারে সত্য আমার দিকে রহিয়াছে। তারপর এই প্রমাণের সমর্থনে আরও অনেক প্রমাণ আছে যাহাতে হজরত ইসা (আঃ) মৃত্যু সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত হওয়া যায়। যথা, আঁ-হজরত (দঃ) বলিয়াছেন যে হজরত ইসা (আঃ) এক শত বিশ বৎসরের আয়ু লাভ করিয়াছিলেন। আর আঁ-হজরত (দঃ)এর পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত নবী মৃত্যুলাভ করিয়াছেন এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য হজরত আবু বকর (রাঃ)এর "কাদ্ খালাত মিন্ কাব্লিহির-রুসুল" এই আয়েত সমবেত সাহাবীদের সম্মুখে পাঠ করা* এবং কোরাণ শরীফে আল্লাহ-তা'লার "ফীহা তাহ্ইয়ুনা ও ফীহা তামুতুনা" এই কথা বলায় প্রমাণিত হয় যে ভূমণ্ডল ব্যতীত মানুষ কোথাও বাঁচিতেও পারে না এবং মরিতেও পারে না। আর হজরত ইসা (আঃ)এর নাম মসিহ অর্থাৎ পর্য্যটক নবী রাখাতেও তাঁহার মৃত্যু প্রমাণিত হয়। কেননা পর্য্যটন করিতে হইলে ভূমি চাই। এই জন্য শূল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া তিনি পৃথিবীতেই ছিলেন। নতুবা শূলের ঘটনা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া তাঁহার দেশ ভ্রমণ ব্যতীত আর কোন সময় তিনি দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। শূলের ঘটনা পর্য্যন্ত তাঁহার নবুওয়াতের মাত্র সাড়ে তিন বৎসর হইয়াছিল। এই সময়টুকু শুধু প্রচারের জন্যই অল্প ছিল, সমস্ত দেশে ভ্রমণ করা তো দূরের কথা। এইরূপে হাজার হাজার ইউনানী শাস্ত্রের পুস্তকে উল্লিখিত মরহমে ইসা (ইসার মলম) হইতেও প্রমাণিত হয় যে শূলের ঘটনার পরে হজরত ইসা (আঃ) আকাশে উত্থিত হন নাই বরং সেই মলম দ্বারা নিজের আঘাতগুলির চিকিৎসা করিতেছিলেন। ইহাতেও অনুমান হয় যে তিনি পৃথিবীতেই রহিয়াছিলেন এবং পৃথিবীতেই মরিয়াছিলেন। মে'রাজের রাত্রে তাঁহার আত্মাকে মৃত লোকদের আত্মার সঙ্গে দেখা গিয়াছিল। আঁ-হজরত (দঃ)ও এক হাদিসে বলিয়াছেন, "যদি মুসা ও ইসা জীবিত থাকিতেন তবে আমার অনুবর্ত্তিতা করিতেন।" এক্ষণে মৃত্যুর সমর্থনে এতগুলি প্রমাণ পাওয়া সত্বেও কোন খোদা-ভীরু লোক তাঁহার জীবিত থাকার মতবাদ পোষণ করিতে পারে না।

(২) এক্ষণে যখন হজরত ইসা (আঃ)এর মৃত্যু প্রমাণিত হইল তখন মসিহ মওউদের ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ মাত্র এই হইতে পারে যে তাঁহার স্বভাব-চরিত্রে ভূষিত আর কোন এক ব্যক্তি এই উম্মত হইতে আবির্ভূত হইবেন যেমন হজরত ইলিয়াসের নামে হজরত ইয়াহিয়া (আঃ) আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই কথা স্বীকার করিয়া লইলে আর কোন অসুবিধা ও বাধা-বিঘ্ন থাকে না বরং এক রাশি অযৌক্তিক কথা যুক্তির আকার ধারণ করে। এখন নুযুল (অবতরণ) শব্দের এই অর্থ করার দরকার পড়ে না যে আকাশ হইতে কেহ অবতরণ করিবেন। বরং নুজুল শব্দ প্রচলিত অর্থে আগন্তুকের প্রতি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। মোদ্দা কথা এই যে বিরাট ব্যক্তিত্বের দিক দিয়া প্রত্যেক আগমণকারীকে নাযেল (অবতীর্ণ) মনে করা হইয়া থাকে এবং মুসাফেরকে নাযীল বলে। যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে হাদিসে "আসমান" শব্দ আছে, তাহাতেও কোন ক্ষতি নাই কেননা আল্লাহ্র প্রত্যাদিষ্ট সমস্ত মহাপুরুষকেই "আসমানী" (স্বর্গীয়) বলা হইয়া থাকে এবং তাঁহারা সঙ্গে করিয়া আনেন স্বর্গীয় জ্যোতিঃ এবং মিথ্যাবাদী লোক "জমিনী" (পার্থিব) বলিয়া অভিহিত হয়। আল্লাহ্র ধর্ম্ম পুস্তক সমূহের প্রচলিত ভাষা-রীতি ইহাই। কিন্তু এ স্থলে স্মরণ রাখিবার যোগ্য কথা এই যে নুযুলে-মসিহ্ (ইসার অবতরণ)এর কাহিনী নাওয়াস ইব্নে সামআন বর্ণিত সহিহ্ মুসলিমের একটি দীর্ঘ হাদিসে আছে। আমাদের বিরুদ্ধবাদিগণ ইহার এই অর্থ করেন যে আসমান হইতে কেহ অবতরণ করিবেন। উপরোল্লিখিত কোরান, হাদিস এবং অন্যান্য সাক্ষ্য হইতে উপজাত প্রমাণ আসলে এই অর্থের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া ইহার অসারতা প্রতিপাদিত হইয়া যায়। কেননা যদি এই অর্থ করা যায় তবে সেই সমস্ত অর্থ এবং কোরান ও অন্যান্য হাদিসের মধ্যে প্রবল বিরোধ উপস্থিত হয়। সেই অবস্থায় এই কথা স্বীকার না করিয়া উপায় থাকে না যে এই হাদিস এবং তদ্রূপ অন্যান্য হাদিসগুলি রূপক বর্ণনা বিশেষ। কেননা এই ব্যাপারটিকে বাস্তব মনে করা হইলে পরস্পর বিরোধিতার ফলে তত্তাবৎ হাদিস রদযোগ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু আল্‌হামদুলিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র) ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের নিয়ম এই যে সেইগুলির এক অংশ থাকে

---

*সেই আয়েত এই :— হুয়াল্লাযি আরসালা রাসুলাহু বিলহুদা ও দীনিল্ হাক্কে লেউয্হেরাহু আলাদ-দীনে কুল্লিহি—সুরাহ্ সাফ্, অর্থাৎ তিনিই সেই সত্তা যিনি হেদায়েত ও সত্য ধর্ম্ম দিয়া তাঁহার রসুলকে প্রেরণ করিয়াছেন উদ্দেশ্য তিনি সর্ব্বধর্ম্মের উপর ইহার প্রাধান্য স্থাপন করিবেন।

*এই যুক্তি শুনিয়া সকল সাহাবাই চুপ রহিলেন, কেহই কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই এবং বলেন নাই যে সকল নবীই পরলোকগমণ করেন নাই বরং ইসা আলায়হেস্ সালাম জীবিত আছেন। সুতরাং, ইহাতে হজরত ইসার মৃত্যু সম্বন্ধে সাহাবাদের এজমা প্রমাণিত হয় এবং তৎপূর্ব্বে কাহারো তদ্বিপরীত ধারণা থাকিলেও যাহা হাদিসগুলিতে বর্ণিত থাকিতেও পারে—না থাকার মত হইয়া পড়িল।

রূপক। সুতরাং হাদিস রদ করিবার প্রয়োজন নাই বরং ব্যাখ্যার অবকাশ প্রশস্ত হয় কেননা যে মিথ্যা আকিদা (মতবাদ)এর অসারতা প্রতিপাদনের জন্য মসিহ্ মউদের আগমন নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তাহার সৃষ্টি হইয়াছিল দামেস্কে অর্থাৎ ত্রিত্ববাদ এবং প্রায়শ্চিত্ত জনিত মুক্তি-বাদ (অর্থাৎ যীশু শূলকাষ্ঠে প্রাণ দিয়া মানব জাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বিশ্বাস কর, মুক্তি পাইবে, এই বিশ্বাস) হইতে। সুতরাং খোদার জ্ঞানে দামেস্কের সঙ্গে মসিহর এক সম্পর্ক ছিল এবং আদি হইতেই মসিহর আধ্যাত্মিকতা ছিল দামেস্ক-মুখী। অতএব যেরূপ আমাদের নবী (দঃ) কাশ্‌ফ (দিব্যস্বপ্ন) লোকে দেখিয়াছিলেন যে দজ্জাল কা'বাগৃহ প্রদক্ষিণ করিতেছে এবং সেই চুপি চুপি প্রদক্ষিণ কার্য্যের উদ্দেশ্য ছিল কা'বা গৃহকে ভূমিসাৎ করা সেইরূপই আঁ-হজরত (দঃ) কাশ্‌ফে-লোকে দেখিয়াছিলেন যে মসিহ মউদ দামেস্কের পূর্ব্ব মিনারায় অবতীর্ণ হইয়াছেন।* সুতরাং দজ্জালের কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ ইহাও কাশ্‌ফ-লোকের এক ব্যাপার। কে বলিতে পারে যে দজ্জাল সত্যই মোসলমান হইয়া কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ করিবে? বরং প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই সেই ঐশীবাণীর এই অর্থই করিবে যে কাশ্‌ফে আঁ-হজরত (দঃ)এর প্রতি দজ্জালের আধ্যাত্মিকতা পরিস্ফুট হইয়াছিল এবং কাশ্‌ফী (স্বপ্নের) চোখে এই দৃশ্য দেখা দিয়াছিল যে দজ্জাল একটি মানুষের আকৃতিতে কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ করিতেছে। ইহার মর্ম্ম এই যে দজ্জাল ইসলাম ধর্ম্মের ঘোর শত্রু হইবে এবং প্রদক্ষিণ রত মানুষের মত তাহার দৃষ্টি অসদভিপ্রায়ে কা'বা গৃহের চতুর্দ্দিকে ফিরিতে থাকিবে। ইহা জানা কথা যে রাত্রিকালে যেরূপ চৌকীদার বাড়ীঘর প্রদক্ষিণ করে চোরও এরূপই করে। কিন্তু চৌকীদারের উদ্দেশ্য থাকে বাড়ী ঘরের হেফাজত এবং চোরকে গ্রেফ্‌তার করা। তদ্রূপ চোরের উদ্দেশ্য থাকে সিঁদ কাটা এবং ক্ষতি সাধন করা। অতএব দজ্জালের আধ্যাত্মিকতাকে কা'বার প্রদক্ষিণ রত অবস্থায় আঁ-হজরত (দঃ)এর দেখার অর্থ এই যে কা'বার সম্মান হানী করাই দজ্জালের উদ্দেশ্য থাকিবে এবং মসিহ্ মউদ (আঃ)কে কা'বার প্রদক্ষিণ রত অবস্থায় দেখার মর্ম্মও এই যে মসিহ মউদ (আঃ)এর আধ্যাত্মিক শক্তি আল্লাহর গৃহের হেফাজতে এবং দজ্জালকে গ্রেফতার করণের উদ্দেশ্যে কর্ম্মতৎপর থাকিবে। যে স্থলে এই উল্লেখ আছে যে আঁ-হজরত (দঃ) হজরত মসিহ্ মউদকে দামেস্কের পূর্ব্ব দিকস্থ মিনারায় অবতীর্ণ হইতে দেখিয়াছেন, সেই স্থলের অর্থও ইহাই। কেননা, দামেস্কই ত্রিত্ববাদ, জীব-পূজা এবং শূলকাষ্ঠজনিত মুক্তিবাদের উৎপত্তি স্থল। সেই জন্য আঁ-হজরত (দঃ)এর পুণ্য শ্লোক অহিতে (ঐশীবাণীতে) ইহা প্রকাশ করা হইয়াছিল যে মসিহ মউদ দামেস্কের পূর্ব্ব মিনারায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। যেহেতু মসিহ্ মউদের আধ্যাত্মিকতা ত্রিত্ববাদের ভিত্তিমূল উৎসাদন করিতে চাহিয়াছিল এবং বাহ্যিক আকারে ত্রিত্ববাদের ভিত্তি দামেস্কে শুরু হইয়াছিল, সেই হেতু আঁ-হজরত (দঃ)কে দিব্যস্বপ্নে দেখানো হইয়াছিল যেন মসিহ মউদ দামেস্কের পূর্ব্ব মিনারায় অবতীর্ণ হইয়াছেন।* ইহা ঠিক তেমনি যেমন দিব্যস্বপ্নে দজ্জালকে প্রদক্ষিণ করিতে দেখা আর যেমন আঁ-হজরত (দঃ)এর নিকট ইহা প্রকটিত হইয়াছিল যে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রীদের মধ্যে সেই স্ত্রী মৃত্যুলাভ করিবেন যাঁহার হাত লম্বা অথচ প্রকৃতপক্ষে লম্বা হাতের অর্থ ছিল বদান্যতা। প্রকৃত কথা এই যে নবিগণ (আঃ) এবং অন্যান্য ঐশীবাণীপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের নিকট অনেক সময় এরূপ ব্যাপার প্রকাশ করা হয় যে সেইগুলি সরাসরি রূপকের আকারে থাকে এবং নবিগণ (আঃ) সেই-গুলিকে ঐভাবেই প্রকাশ করেন যে ভাবে তাঁহারা শুনেন বা দেখেন। এরূপ বর্ণনাকে ভুল বলা যাইতে পারে না। কেননা এই রং এবং ঢঙেই অহি (ঐশীবাণী) অবতীর্ণ হয়। আর নবীকে ঐশীবাণী এবং দিব্যস্বপ্ন মূলক ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের অন্তর্নিহিত সমস্ত রূপকের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দেওয়ারও প্রয়োজন নাই। কেননা ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের দ্বারা কোন যুগের জন্য যে সমস্ত পরীক্ষা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে জ্ঞানের প্রসার হইলে সেইগুলি বজায় থাকিতে পারে না। আর ইহাও সম্ভব যে ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের অন্তর্নিহিত গুঢ় রহস্য সম্বন্ধে নবীদিগকে জ্ঞান দেওয়া হইলেও সেইগুলি প্রচার করিতে তাঁহাদিগকে নিষেধ করা হয়। মোটের উপর এই সমস্ত ব্যাপার নবুওয়্যতের মর্য্যাদার প্রতিকূল নয় কেননা পূর্ণ ও অসীম জ্ঞান খোদারই বৈশিষ্ট্য। প্রতিশ্রুত মসিহের অবতরণ প্রসঙ্গে ইহাও সম্ভব যে তাঁহার আবির্ভাব এরূপ স্থানে হইবে যাহা দামেস্কের পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। অধিকন্তু ভৌগলিক গবেষণায় **কাদিয়ানই** সেই স্থান। কেননা যদি দামেস্ক হইতে পূর্ব্ব দিকে একটি সরল রেখা টানা যায় তবে তার অবিকল পূর্ব্ব বিন্দু লাহোর হয়। লাহোর পাঞ্জাবের রাজধানী এবং কাদিয়ান লাহোরের উপকণ্ঠ বিশেষ কেননা পূর্ব্বকাল হইতে পাঞ্জাব এলাকার রাজধানী লাহোর এবং কাদিয়ান লাহোর হইতে সত্তর মাইল দূরে অবস্থিত।

এক্ষণে মোদ্দা কথা এই যে মূল গ্রন্থাবলীর স্পষ্ট বচনে হজরত ইসা (আঃ)এর মৃত্যু প্রমাণিত হইয়াছে এবং সত্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। তার তুলনায় আছে ঐ সমস্ত হাদিস যাহাতে আছে নুযুলে-মসিহ্ (মসিহর অবতরণ)এর ভবিষ্যদ্বাণী ঐ সমস্ত সূক্ষ্ম রূপক যাহা অহির মত যবনিকার অন্তরালবর্ত্তী বস্তু।

কোরাণে ইহার উল্লেখ আছে। যবনিকার অন্তরাল-বর্ত্তী আল্লাহ্‌র বাণীর হাজার হাজার দৃষ্টান্ত আছে, সেইগুলি অস্বীকার করা কোন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির কার্য্য নহে। আমাদের নবী (দঃ)এর দুইজন মিথ্যা নবীকে দুইটি যষ্টির আকারে দেখা সেই শ্রেণীর অহি ছিল। গরু জবেহ হইতে দেখাও ঐ রকমের অহি ছিল, লম্বা হাত বিশিষ্টা স্ত্রীর মৃত্যু অন্যান্য স্ত্রীদের পূর্ব্বে হইবে এইরূপ দেখাও সেই শ্রেণীর অহি ছিল, এবং ইলিয়াস নবী দ্বিতীয়বার আগমন করিবেন এবং ইহুদিদের বসতি স্থলের অমুক স্থানে আবির্ভূত হইবেন মালাকী নবীর এই মর্ম্মের ভবিষ্যাণীও সেই শ্রেণীর ছিল। মদিনায় সংক্রামক ব্যাধি হইবে, হতবুদ্ধি স্ত্রীলোকের আকারে এরূপ দেখাও সেই শ্রেণীর ছিল। এইরূপে প্রত্যারকের দল দজ্জালকে লোক বিশেষের আকারে দেখাও সেই শ্রেণীর অহি ছিল। নবীদের অহি-সমূহে এরূপ হাজার হাজার দৃষ্টান্ত আছে যে আধ্যাত্মিক ব্যাপার শারীরিক আকারে দেখা যায় অথবা একটি দলকে একটি লোকের আকারে দেখা যায়। নবীকুল (আলায়হিমুস্ সালাম) সহ সমস্ত মানব জাতির জন্য আল্লাহ্‌র সনাতন বিধান হইল এই যে এলহাম, অহি (ঐশী-বাণী), স্বপ্ন, কাশ্‌ফ্ (দিব্য-দৃষ্টি—জাগ্রতাবস্থায় প্রত্যাদিষ্ট স্বপ্ন) প্রভৃতিতে প্রায়ই রূপক প্রবল থাকে। দু' চার শ' লোককে একত্র করিয়া যদি তাহাদের স্বপ্ন শ্রবণ করা যায়, তবে ঐগুলির অধিকাংশকেই রূপক দেখা যাইবে। কেহ হয়তঃ সাপ দেখিল, কেহ দেখিল বাঘ, কেহ জল-প্লাবন, কেহ বাগান, কেহ ফল, কেহ দেখিল আগুন; এগুলির প্রকৃত মর্ম্ম উদ্ধার করিতে হইলেই ব্যাখ্যা করিতে হয়। বহু হাদিসে আছে, কবরে সাধু ও অসাধু কর্ম্ম মানুষের আকারে দেখা যায়। অতএব ইহা এরূপ মান-দণ্ড যাহাতে সমস্ত বিরোধের মীমাংসা হয় এবং সত্য ধরা দেয়। ধন্য সেই ব্যক্তি যে এই বিষয়ে চিন্তা করে।

আর যখন পূর্ণ অনুসন্ধানের ফলে এই কথার মীমাংসা হইল যে প্রকৃত পক্ষে হজরত ইসা (আঃ) এর মৃত্যু হইয়াছে এবং সকল দিক দিয়াই তাঁহার মৃত্যু দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে বরং সহি হাদিসে ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে তিনি ১২০ বৎসরের আয়ু লাভ করিয়াছিলেন এবং শূলের ঘটনার পরে আরও ৮৭ বৎসর জীবিত ছিলেন তখন বাকী থাকে এই কথা যে সেই অবস্থায় ঐ সমস্ত হাদিসের অর্থ কি যাহাতে বলা হইয়াছে যে আখেরী যুগে ইসা ইব্‌নে মরিয়ম অবতীর্ণ হইবেন? আমি এই মাত্র এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছি যে এই হাদিসগুলি কখনও বাহ্যিক অর্থে প্রযুজ্য হইতে পারে না। কেননা "সোবহানা রাব্বি হাল্ কুনতু ইল্লা বশারার্ রসুলা"—অর্থাৎ "বল আমার প্রভু সর্ব্ব প্রকার ত্রুটি হইতে মুক্ত, আমি একজন মানুষ রসুল বই আর কিছুই নই"—কোরাণের এই আয়েতে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে আল্লাহর রীতি এই নয় যে কোন মানুষ পার্থিব শরীর লইয়া আসমানে যাইতে পারে এবং কেহ পরলোক গমন করিয়া আবার মর্ত্যধামে

---

*এই কারণেই ইব্‌নে আসাকের লিখিত অন্য হাদিসে রাআইতু (দেখিলাম) শব্দ আছে অর্থাৎ আঁ- হজরত (দঃ) বলিয়াছেন, "আমি কাশ্‌ফ-লোকে দেখিলাম যে মসিহ ইব্‌নে মরিয়ম দামেস্কের পূর্ব্ব দিকস্থ মিনারায় অবতীর্ণ হইয়াছেন।"

*অর্থাৎ যেহেতু মসিহ মউদের বিশেষ মনোযোগ এই ছিল যে চূড়ান্ত দলিল প্রমাণ দ্বারা ত্রিত্ববাদের বিলোপ সাধন করিতে হইবে সেই জন্য দিব্যস্বপ্ন-যোগে দৃষ্ট হইল যে তিনি দামেস্কের নিকটে অবতীর্ণ হইয়াছেন কেননা দামেস্কী ভিত্তিকে চুরমার করাই তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য ছিল।

ফিরিয়া আসে। কোন কালেই আল্লাহ্‌র এরূপ প্রথার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। দুনিয়ার সৃষ্টি অবধি আজ পর্য্যন্ত এরূপ প্রত্যাগমনের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রাচীন ধর্ম্ম পুস্তকাদিতে এই প্রমাণ আছে যে যাঁহার দ্বিতীয় বার দুনিয়াতে আসিবার প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা এইভাবে পূর্ণ হইয়াছে যে আর কোন ব্যক্তি তাঁহার স্বভাব চরিত্রে ভূষিত হইয়া আসিয়াছেন। যথা ইলিয়াস নবীর দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আগমন করা সম্বন্ধে ইহুদিগণকে ওয়াদা দেওয়া হইয়াছিল বরং লেখা হইয়াছিল যে মসিহের আগমনের পূর্ব্বে নিশ্চয়ই ইলিয়াস নবীর আগমন হইবে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই ওয়াদা বাহ্যিকভাবে পূর্ণ হইল না। অথচ মসিহ অর্থাৎ হজরত ইসা (আঃ) যাঁর আগমনের ওয়াদা ছিল দুনিয়াতে তাঁর আগমন ও দুনিয়া হইতে তাঁর উত্থান (পরলোকগমণ)ও হইয়া গেল। অতএব ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে হজরত মসিহ সেই ওয়াদার যে অর্থ করিয়াছিলেন মর্ম্মগতভাবে তাহা পূর্ণ হইয়াছে অর্থাৎ হজরত ইউহান্না যাঁহার নাম ইয়াহিয়া ছিল তিনি ইলিয়াসের স্বভাব-চরিত্রে ভূষিত হইয়া আসিলেন যেন ইলিয়াসই আসিলেন আর কি। এক্ষণে উপরোল্লিখিত দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমাদিগকে মানিতে হয় যে হজরত ইসা (আঃ)এর দ্বিতীয় আগমনের ওয়াদাও নিশ্চয়ই সেইভাবেই পূর্ণ হইবে যে ভাবে ইলিয়াসের দ্বিতীয় আগমনের ওয়াদা পূর্ণ হইয়াছিল। তা না হইলে ইহুদিদের মত হজরত ইসা (আঃ)এর দ্বিতীয় আগমন বাহ্যিকভাবে ধরিলে প্রকারান্তরে হজরত ইসা (আঃ)এর নবুওয়্যাতেরই অস্বীকার করা হয়। কেননা যদি কাহারও দ্বিতীয় বার দুনিয়ায় আসা আল্লাহর সনাতন বিধানের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে সেই অবস্থায় মালাকী নবীর ওয়াদা অনুসারে মসিহের পূর্ব্বে কেন ইলিয়াস নবী আগমন করিলেন না বলিয়া ইহুদিগণ যে আপত্তি করিয়া থাকে তাহা সঠিক হইয়া পড়ে। আল্লাহর সনাতন বিধি এই যে কেহ পরলোক গমণ করিলে আর পুনরাগমন করে না। ইহা জানিয়া শুনিয়াও না'উজুবিল্লাহ্‌ মহামহিম আল্লাহ্‌ ইলিয়াস নবীকে দুনিয়ায় দ্বিতীয়বার না পাঠাইয়া ইহুদিদের সামনে হজরত ইসা (আঃ)কে হাল্কা ও লজ্জিত করিলেন। ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইল। সত্য মসিহের আবির্ভাবের শর্ত্ত এই ছিল যে প্রথমে ইলিয়াস নবী দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় আগমন করিবেন; সুতরাং প্রকাশ্য শব্দের দিক দিয়া ইহুদিদের এই আপত্তি বেশ যুক্তি সঙ্গত ছিল যে ইলিয়াস নবীর দ্বিতীয় আগমন পূর্ব্বে না হওয়ায় মসিহ ইব্‌নে মরিয়ম কি করিয়া দুনিয়ায় আগমন করিলেন। এক্ষণে যখন ইহুদিদের প্রতি হজরত ইসা (আঃ)এর উত্তর হইল এই যে ইলিয়াস নবীর দ্বিতীয় বার আগমন অর্থে ইউহান্না অর্থাৎ ইয়াহিয়ার আগমন বুঝায় তখন এক জন ধর্ম্ম প্রাণ ব্যক্তি বুঝিতে পারে যে ইসা (আঃ)এর দ্বিতীয় আগমনও সেই প্রকারেরই হইবে; কেননা ইহা আল্লাহ্‌র সেই সনাতন বিধি, যাহা পূর্ব্বে ঘটিয়াছে। "ওলান তাজেদা লে সুন্নতিল্লাহে তাবদিলা" অর্থাৎ "এবং তোমরা কখনও আল্লাহ্‌র সনাতন বিধানের কোন পরিবর্ত্তন দেখিবে না।" (ক্রমশঃ)

তবলীগে হেদায়েত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মূল : হজরত মীর্জা বশীর আহ্‌মদ সাহেব
অনুবাদ : এ, এইচ, এম্‌, আলী আন্‌ওয়ার

মাহ্‌দী তরবারীর জেহাদ করিবেন না :

এই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার নিমিত্ত সর্ব্বাগ্রে কোরআন শরিফের শিক্ষায় প্রতি দৃষ্টিপাত করা অত্যাবশ্যক। আমাদের দেখা কর্ত্তব্য, কোরআন শরীফ ধর্ম্মীয় ব্যাপারে তরবারী চালনায় অনুমতি দেয় কি না? অর্থাৎ, ইস্‌লামী শিক্ষা অনুসারে বল পূর্ব্বক লোকদিগকে মোসলমান করা যায় কি? যদি লোকদিগকে বল পূর্ব্বক মোসলমান করিবার অনুমতি ইস্‌লাম আমাদিগকে দেয়, তবে অবশ্য আমাদের ভাবিতে হইবে যে, মাহ্‌দী কি ইসলামের জন্য তরবারী চালনা করিবেন? না, তিনি শান্তির সহিত কার্য্য পরিচালনা করিবেন? কিন্তু, ইস্‌লামের শিক্ষা আমাদিগকে যদি পরিষ্কার বলে যে, ধর্ম্মের ব্যাপারে বল প্রয়োগ এবং তরবারীর সাহায্যে লোকদিগকে ইস্‌লামে দাখিল করা জায়েজ নহে, তবে ইহার সঙ্গে সঙ্গেই খুনি মাহ্‌দীর সমস্যারও মূলোৎপাটন হইবে। কারণ, জবরদস্তি করা আদৌ বৈধ না হইলে জবর মূলে লোকদিগকে ইসলামে দাখিল করিবেন, এইরূপ কোন মোসলেহ বা ধর্ম্ম সংস্কারক কিরূপে আসিতে পারেন? কোরআন শরীফের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা ইহাতে পরিষ্কার লিখিত আছে দেখিতে পাই "লা ইক্‌রাহা ফিদ্‌-দীনে কাদ্‌ তাবাইয়্যানার রুশ্‌দু মিনাল্‌ গাইয়ে।" অর্থাৎ, "ধর্ম্মের ব্যাপারে কোনই উৎপীড়ন নাই। কারণ সৎ-পথ বিপথগামিতা হইতে প্রকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।" (সুরাহ্‌ বাকারাহ, ৩৪ রুকু) এই আয়েতে আল্লাহতা'লা পরিষ্কার বলিয়াছেন যে, দীনের ব্যাপারে জবর করা জায়েজ নয়। কোরআন শরীফ প্রত্যেক দাবীর সঙ্গে যুক্তিও দেয়। এই কারণে সঙ্গে সঙ্গেই বলা হইয়াছে যে, উৎপীড়ন বৈধ না হইবার কারণ 'হেদায়েত' ও 'জলালত' সৎপথ ও বিপথগামিতা উভয়েই দেদীপ্যমান বস্তু। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করিলে প্রত্যেকেই 'হেদায়েতের' দর্শন লাভ করিতে পারে। দেখুন, কোরআন শরীফ কেমন সহজ ও অখণ্ডনীয় যুক্তি দিয়াছে। ইহা প্রত্যেকেই বুঝিতে পারে। প্রকাশ্য কথা, কোন শিক্ষায় দুর্ব্বলতা থাকিলে পীড়নের প্রয়োজন হয়। কারণ, উহা আপন সৌন্দর্য্যের বলে লোকের মনে অধিকার স্থাপন করিতে পারে না। কিন্তু কোরআন শরীফ ত সুব্‌হানাল্লাহ্‌, এরূপ সাফ ও পরিষ্কার যে, সামান্য চিন্তা করিলেই মানুষ সত্যের উদ্ধার সাধনে সমর্থ হয়। এই জন্য ইহার বশীভূত করিবার জন্য বল প্রয়োগ কোনো ক্রমেই যথার্থ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। খুব চিন্তা করুন, তরবারীর বলে লোকদিগকে ইস্‌লামে প্রবিষ্ট করার অর্থ, আমরা স্পষ্টতঃ স্বীকার করি যে ইসলাম (নাউজুবিল্লাহ) মিথ্যা; যা ইসলাম আপন সত্যতার আকর্ষণের দ্বারা আপনাপনি লোকদিগকে ইহার বশবর্ত্তী করিতে পারে, এরূপ ধর্ম্ম নয়। তবেই ত বাধ্যতার প্রয়োজন।

তারপর, ইহাও দেখিতে হইবে যে, বল প্রয়োগ করা যায় শুধু মানুষের দেহের উপর। ইহা দ্বারা মানব আত্মা বা চিন্তা ধারার উপর কর্ত্তৃত্ব লাভ হয় না। কিন্তু ধর্ম্মের সম্বন্ধ মানুষের চিন্তা ধারার সহিত। যদিও কর্ম্মও ইহারই অন্তর্গত, কিন্তু কর্ম্ম আন্তরিক প্রেরণা দ্বারা উৎপন্ন হওয়া আবশ্যক। নতুবা, কোন বাহিরের প্রতিক্রিয়ার ফলে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে এবং মনের সহিত মিল না হইলে তদ্রূপ কর্ম্ম কখনো ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত নহে। এইরূপ কর্ম্মের ধর্ম্মের সহিত কোনই সম্পর্ক নাই। খোদার সম্মুখে প্রণিপাত করা—তাঁহার নিকট সেজ্‌দা একটি সাধু ক্রিয়া। কিন্তু কোন ব্যক্তি বাজারের মধ্যে চলিতে চলিতে উচোট খাইয়া ভূমিতে প্রণত অবস্থায় পতিত হইলে, যদিও ইহা বাহ্যিকভাবে সেজ্‌দার মতই দেখায়, কিন্তু ধর্ম্মের পরিভাষায় এ ব্যক্তি খোদার নিকট 'সেজ্‌দা' করিতেছে বলিয়া বিবেচিত হইবে না। কারণ, এই 'সেজ্‌দার সহিত মন হইতে কোন প্রেরণা বা আভ্যন্তরীণ কোনো সম্বন্ধ নাই। অবস্থাটি বাহিরের ক্রিয়া বিশেষের একটি প্রতিক্রিয়া মাত্র। সুতরাং, বাহিক অনুষ্ঠানাদির শুধু তাহাই ধর্ম্মের অঙ্গীভূত, যাহাতে আন্তরিক আগ্রহ ও সম্বন্ধ থাকে। এই কারণেই সায়ওয়ারে-কায়েনাত (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লাম) বলেন :— "ইন্নামাল আমালু বিন্‌ নিয়াতে" ('বুখারী,' প্রথম হাদিস) অর্থাৎ, "সঙ্কল্প সমন্বিত কর্ম্মই কর্ম্ম।" 'নিয়েৎ' না থাকিলে কোন আমলই 'আমল' নয়। সুতরাং, ইহাই প্রমাণিত হয় যে, জবর মূলে ইস্‌লাম বা অন্য ধর্ম্মে প্রবিষ্ট করানো সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ, ধর্ম্ম অর্থে আন্তরিক সমর্থন এবং মৌখিক স্বীকৃতি জ্ঞাপক আচরণ ও জীবন ধারণ বুঝায়। বল প্রয়োগের ফলে ইহাদের একটাও উৎপন্ন হইতে পারে না। সুতরাং, ইহাই জানা যায় যে, জবর মূলে কোনো ব্যক্তিকে কোনো ধর্ম্মে আনয়ন সম্পূর্ণই জ্ঞানের বহির্ভূত কথা এবং একান্তই অসম্ভব। এই জন্য খোদাওন্দ করীম বলেন :— "ইন্নামা আলা রাসুলেনাল্‌-বালাগুল্‌-মুবীন।" ('সুরাহ্‌ মায়েদাহ্‌,' রুকু ১২) অর্থাৎ, "লোকের নিকট আমার বাণী শুধু পৌছাইয়া দেওয়াই আমার রসুলের কর্ত্তব্য।" পরে, মানা, বা না মানা, ইহা লোকদের আপন দায়িত্ব। উহার সহিত রসুলের কোনোই সম্পর্ক নাই। উৎকৃষ্টতম উপায়ে স্বীয় 'রেসালত'—রসুলের রসুল হওয়ার বিষয় পৌছানোই মাত্র রসুলের কাজ। ইহাই শেষ। আরো একটি যুক্তি দ্বারা বল প্রয়োগের ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া নির্ণীত হয়। কপটতা ইসলাম অনুসারে অতীব ঘৃণিত বস্তু। মোনাফেকের সাজা কাফেরের সাজা হইতেও কঠোর। কোরআন শরীফে বর্ণিত হইয়াছে :— "ইন্নাল্‌-মুনাফেকিনা ফিদ্‌-দারকিল্‌ আস্‌ফালে মিনান্‌-নার" ("সুরাহ নেসা,' রুকু ২১) অর্থাৎ, "নিশ্চয়ই মোনাফেকেরা

থাকিবে।" প্রকাশ্য কথা, বাধ্যবাধকতা ও বল প্রয়োগের ফলে মোনাফেক উৎপন্ন হয় প্রকৃত মোমেন উৎপন্ন হয় না। সুতরাং, ইসলাম বল প্রয়োগের অনুমতি কিরূপে দিতে পারে?

এখন, একটি প্রশ্নের উদ্ভব হয়। কোরআন শরীফ স্পষ্ট ভাষায় তরবারী সাহায্যে লোকদিগকে ইসলামে প্রবিষ্ট করিতে নিষেধ করা সত্ত্বেও আঁ-হজরত (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও আলিহী ওসাল্লাম) তরবারী ব্যবহার করিয়াছিলেন কেন? এই প্রশ্নটি স্বভাবতঃ এখানে মনে উদয় হয়। ইহার প্রকৃত উত্তর পাওয়ার জন্য কোরআন শরীফের যে আয়েতে মোসলমানদিগকে তরবারী ব্যবহারের সর্ব্ব-প্রথম অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছিল, উহার প্রতি মনোনিবেশ করা উচিত। খোদা-তা'লা বলেন:— "উযেনা লিল্-লাজিনা ইয়ুকাতেলুনা বে-আন্নাহুম্ যুলেমু ও ইন্নাল্লাহা আলা নাস্রেহিম লা-কাদির। আল্লাজিনা উখ্রেজু মিন্ দিয়ারেহিম বেগায়রে হাক্কিন্ ইল্লা আঁইয়াকুলু রাব্বুনাল্লাহ; ও লাওলা দাফ্উল্লাহেন্-নাসা বাজাহুম্ বেজাজিল্ লা-হুদ্দেমাত সাওয়ামেউ ও বেয়াউ-অওঁ ও সালাওয়াতোঁ ও মাসাজেদু ইয়ুজকারু ফিহাস্-মুল্লাহে কাসিরা।" ('সুরাহ হজ্' রুকু ৬) "তাহাদিগকে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে ঐ সকল কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার, যাহারা তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে। কেননা তাহারা অত্যাচারিত হইয়াছে। অবশ্য, আল্লাহ্ তাহাদের সাহায্য করিতে সক্ষম, যাহারা তাহাদের গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে অকারণে—শুধু এই বলার দরুণ যে, তাহারা বলিয়াছিল, 'আমাদের প্রভু আল্লাহ্'। যদি আল্লাহতা'লা মানুষকে একের হস্ত হইতে অন্যকে রোধ না করেন, তবে ইহুদীদের উপাসনা মন্দির, খৃষ্টানদের গীর্জ্জা এবং যে কোন উপাসনালয় ও মসজিদ, যেখানে খোদা-তা'লার নাম বহু বহু স্মরণ করা হয়, সকলই পরস্পরের হস্তে বিধ্বস্ত হইবে।" এই আয়েতে করিমায়ই সর্ব্ব প্রথমে মোসলমানদিগকে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার অনুমতি প্রদত্ত হয়। এখন, দেখুন, আয়েতটিতে কেমন পরিস্কার কথায় যুদ্ধ করিবার সবিশেষ কারণ প্রদত্ত হইয়াছে। ফেৎনা দূরীভূত হইয়া ধর্ম্মের স্বাধীনতা স্থাপনই যুদ্ধের অনুমতি দানের কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পরিস্কার বলা হইয়াছে, মোসলমানেরা প্রথম যুদ্ধ ঘোষণা করেন নাই। কাফেরগণ তাঁহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলে এবং নানাভাবে তাঁহারা উৎপীড়িত হইতে থাকিলে এবং গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইবার পর ঐ সকল অত্যাচারকারীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের জন্য আল্লাহতা'লা তাঁহাদিগকে অনুমতি দেন। তের বৎসর পর্য্যন্ত মোসলমানগণ সকল উৎপীড়ন সহ্য করেন এবং যত অত্যাচার আছে, মহাধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহারা সহ্য করিতে থাকেন। পরিশেষে কাফেরদের নানা প্রকার দুষ্টতা ও অত্যাচার হইতে রক্ষা লাভের জন্য মক্কা ছাড়িয়া মদিনায় তাঁহাদের হিজরত করিতে হয়। তবু, কাফেরগণ মোসলমানদিগকে কষ্ট দেওয়া ছাড়ে নাই। তাহারা মদিনার উপর চড়াই করিয়া বসে। তখন সম্পূর্ণরূপে অনন্যোপায় হইয়া মোসলমানদেরও অস্ত্র ধারণ করিতে হয়। সুতরাং ইহা একটা নির্জ্জলা মিথ্যা কথা যে, মোসলমানগণ বল পূর্ব্বক লোকদিগকে মোসলমান করিবার উদ্দেশ্যে অস্ত্র ব্যবহার করেন। প্রকৃত পক্ষে, তাঁহারা যে কষ্ট উৎপীড়ন সহ্য করেন, পৃথিবীর ইতিহাসে উহার তুলনা নাই। তাঁহাদের প্রতি বল প্রয়োগ আরোপের চেয়ে বড় অত্যাচার আর কি হইতে পারে?

ইসলামের প্রাথমিক সময়ে মোসলমানগণ যাহা করিয়াছেন তাহা অন্যায়ের প্রতিরোধ মাত্র ছিল। তাঁহারা শুধু ধর্ম্মের স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে প্রত্যুত্তর স্বরূপে অস্ত্র ধারণ করেন, যাহাতে মানুষ অন্তর হইতে যে ধর্ম্ম পছন্দ করে, খোলাখুলিভাবে তাহা গ্রহণ করিতে পারে। অবশ্য, উত্তর কালে প্রাথমিক যুদ্ধগুলির ফলে একটি মোস্লেম রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পর কোন কোন সময় মোসলমানদিগকে রাজনৈতিক কারণেও যুদ্ধ করিতে হইয়াছে, কিম্বা কোনো কোনো সময় ধর্ম্ম-স্বাধীনতা না থাকায় ইস্লাম প্রচারের পথ খোলার জন্যও কোন দেশের বিরুদ্ধে তাঁহাদের অস্ত্র ধারণ করিতে হয়। কিন্তু তাঁহারা কখনো বল পূর্ব্বক কাহাকেও মোসলমান করেন নাই। সুতরাং, ইহা কি আশ্চর্য্যের কথা নয় যে, মাহদীর আগমনের প্রধানতম উদ্দেশ্যই এরূপ ধারণা করা হইতেছে যে, তিনি সমগ্র বিশ্বকে বল পূর্ব্বক মোসলমান করিবেন? এরূপ মাহদীর আগমন কি ইসলামের পক্ষে শ্লাঘার বিষয় হইতে পারে? না, কখনো না। যুক্তির বলে যাবতীয় ধর্ম্মাবলীর উপর ইসলামের প্রাধান্য স্থাপন, ইসলামের সৌন্দর্য্যাবলী লোকের সম্মুখে ধরা, এবং ইহা প্রতিপাদন করা যে, ইসলামই এক মাত্র জীবিত ও প্রাণবন্ত ধর্ম্ম, যাহার সত্যতার এতগুলি প্রমাণ রহিয়াছে যে, খোদার ভয় মনে রাখিয়া কেহ ইহার প্রতি মনোনিবেশ করিলে মানুষ ইহার সত্যতা উপলব্ধি না করিয়াই পারে না—ইহাই গৌরবের কথা।

উপরোল্লিখিত প্রমাণাদি হইতে সূর্য্যালোক হইতেও উজ্জলতর হইয়া উঠে যে, ইসলামী শিক্ষা মতে কখনো এমন কোন মাহদী আসিতে পারেন না, যিনি আসিবা মাত্র যুদ্ধ আরম্ভ করিবেন এবং লোকদিগাক বল পূর্ব্বক মোসলমান করিবেন। চিন্তার কথা, মাহদী কি ইসলামের শিক্ষার অনুসরণ করিবেন না? তাঁহার সময়ে কি ইসলামের শরীয়ত রহিত হইয়া যাইবে? যখন ইহা কখনো নয় এবং মাহদী সেবক হিসাবে ইসলামের খাদেম স্বরূপেই আবির্ভূত হইবার কথা এবং যখন ধর্ম্মের ব্যাপারে কোন জোর জুলুম নাই তখন ইসলামের এই প্রকৃষ্ট শিক্ষা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তিনি কিরূপে কাফেরদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে পারেন? ইহা করিলে তিনি নিশ্চয়ই সংস্কারক ('মোস্লেহ্') না হইয়া ইসলামের শিক্ষার বিকৃতি সাধন করিবেন। ফাসাদ দূরীভূত না করিয়া তিনিই ফাসাদ-উৎপন্ন করিবেন।

তারপর, ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক যে, যুক্তি প্রমাণের দ্বারা ইহাই নির্ণীত হয় যে, মসিহ এবং মাহদী একই ব্যক্তির দুইটি উপাধি। ইত্যাবস্থায় মাহদী কিরূপে অস্ত্র ধারণ করিতে পারেন? কারণ মসিহ সম্বন্ধে পরিস্কার ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি যুদ্ধ বন্ধ করিবেন। আঁ-হজরত (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও আলিহী ও সাল্লাম) বলেন:— "ওআল্-লাজি নাফ্সি বে-ইয়াদেহি লাইউশাকান্না আঁইয়্যা নাজ্জালা ফিকুম্ য়্যাব্নু মারয়্যামা হাকামান আদলান্, ফাইয়াক্সেরুস্ সালীবা ওইয়াক্তুলাল খেন্যিরা ওইয়াজাউল্-হার্বা।" ('বুখারী' বাব নজ্লে ঈসা-ইব্নে মরিয়ম; 'ফৎহুল্-বারী,' ৬ষ্ঠ খণ্ড।" অর্থাৎ, "আমি সেই সত্তার কসম পূর্ব্বক বলিতেছি, যাঁহার হস্তে আমার প্রাণ নিবদ্ধ, ঐ সময় আসিতেছে, যখন তোমাদের মধ্যে ইব্নে মরিয়ম ন্যায় বিচারক ও মীমাংসাকারীরূপে অবতীর্ণ হইবেন, তিনি ক্রূস ধ্বংস করিবেন, শূকর বধ করিবেন এবং যুদ্ধ বিগ্রহ স্থগিত করিবেন।" দেখুন, এই হাদিস কেমন দ্বেথহীন ভাষায় স্পষ্টতঃ বলিতেছে যে, বল পূর্ব্বক মোসলমান করা ত দূরের কথা, মাহদী যুদ্ধ বিগ্রহের ধারা বন্ধ করিবেন। কিন্তু আমাদের মোসলমান ভ্রাতাগণ তবু কোরআন শরীফের শিক্ষার বিরুদ্ধে গাজী, যুযুৎসু, মাহদীর উদ্দেশ্যে পথের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন। তারপর, 'হুজাজুল্' কেরামায়, তৎ-প্রণেতা আল্লামা নবাব সিদ্দিক হাসান খাঁ সাহেব ইব্নে-হিজর হইতে একটি রেওয়াএত বর্ণনা করিয়াছেন যে, মাহদী ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগ্রত করিবেন না, তিনি কোন যুদ্ধ বিগ্রহ করিবেন না। অর্থাৎ, তিনি সম্পূর্ণ শান্ত উপায়ে কাজ করিবেন।

উল্লিখিত প্রমাণ সমূহ হইতে ইহাই দেদীপ্যমান হইয়া উঠে যে, কোনোই গাজী বা রক্ত পিপাসু মাহদী আসিবেন না, বরং কেহ আসিলে তিনি শান্তিপূর্ণ উপায়ে কাজ করিবেন।

কিন্তু এখানে একটি সন্দেহের উৎপত্তি হয়। ইসলাম ধর্ম্ম জোর জুলুমের শিক্ষা দেয় না। আঁ-হজরত (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও আলিহী ও সাল্লাম) কোন যুদ্ধ-প্রিয়, খুনি মাহদীর সংবাদ দেন নাই। তবু, মোসলমানদের মধ্যে এই ধরণার উৎপত্তি কিরূপে হইল? ইহার উত্তর এই। দুর্ভাগ্য বশতঃ জন সাধারণের অনুসৃত চিরাচরিত এই প্রথাই চলিয়া আসিতেছে যে, তাহার ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের বাহ্যিক শব্দগুলিকে আঁটিয়া ধরে, এবং উহাদের আভ্যন্তরীণ ও প্রকৃত দিক তাহাদের চক্ষু হইতে উহ্য থাকে। পাঠক পাঠিকার অবিদিত নয় যে, বনি-ইস্রাইলের সহিত ওয়াদা করা হইয়াছিল যে, তাহাদের মধ্যে মসিহ আসিলে তিনি একটি বিরাট ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন গৌরবময় ইহুদী রাষ্ট্রের পত্তন করিবেন। কিন্তু যখন মসিহ নাসেরী (আঃ) 'মসিহ' হইবার দাবী

(১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আহমদীয়া জমাতের ওহ্‌দাদার নির্ব্বাচনের নিয়মাবলী

(২য় পৃষ্ঠার পর)

(ক) ঐ এমারতের এলাকায় বাস করেন এরূপ হজরত মসিহ মাওউদ আলায়হেস-সালাতু ওস্‌ সালামের সাহাবীগণ।

(খ) ৬০ বৎসরের বয়স্ক ঐ এমারতের এলাকাস্থ চাঁদা-দাতাগণ।

বিস্তৃত নিয়মাবলী ঃ

১। যে সকল এমারতের হল্কার ৪০ হইতে ১০০ জন চাঁদা-দাতা আছেন, সেখানে নির্ব্বাচন সভার জন্য নির্ব্বাচিত মেম্বারগণের সংখ্যা (উপরোক্ত ৪নং উপধারায় বর্ণিত অতিরিক্ত সভ্যগণ ছাড়া) ১১ জন হইতে হইবে এবং যে এমারতের এলাকায় ১০১ হইতে ২০০ পর্য্যন্ত চাঁদা-দাতা আছেন, সেখানকার এস্তেখাব মজলিসের নির্ব্বাচিত সভ্যগণের সংখ্যা (উপরোক্ত ৪নং উপধারায় বর্ণিত অতিরিক্ত সভ্যগণ ছাড়া) ১৫ হইতে হইবে এবং যে এমারতের হল্কায় ২০০ অপেক্ষা অধিক চাঁদা-দাতা আছেন, সেখানকার নির্ব্বাচন সভায় নির্ব্বাচিত সভ্যগণের সংখ্যা (উল্লিখিত ৪নং উপধারায় বর্ণিত অতিরিক্ত সভ্যগণ ছাড়া) ২১ হইতে হইবে।

২। চাঁদা-দাতা অর্থে ঐ সকল মহোদয়কে বুঝায়, যাঁহারা নিয়মিতভাবে তাঁহাদের চাঁদা আদায় করেন এবং যাঁহাদের জিম্মায় (মুসি হউন বা গয়ের মুসি হউন উভয় অবস্থায়ই) ৬ মাসের অধিক কালের বকেয়া না থাকে এবং এই সর্ত্তই হজরত মসিহ মাওউদ আলায়হেস সালাতু ওস্‌ সালামের সাহাবাগণেরও উপর প্রযোজ্য।

৩। কিন্তু যদি কোন বকেয়াদার তাহার জিম্মায় বকেয়ার টাকা আদায় সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট দপ্তর হইতে অবকাশ নেয়, তবে সে এই সর্ত্ত হইতে ততক্ষণ পর্য্যন্ত বাদ থাকিবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে মুহলত নিয়াছে।

৪। যদি মোকামী জমাতের কাহারো জিম্মায় ৬ মাসের অধিক বকেয়া থাকে এবং সে এই বকেয়া আদায়ের জন্য মুহলতও নেয় নাই, তবে তাহাকে কোন ওহদার জন্যই নির্ব্বাচন করা যাইবে না বরং তাহাকে নির্ব্বাচন সভারও মেম্বর করা যাইবে না।

৫। নির্ব্বাচন সভার সভ্যগণের নিয়োগ সংখ্যা চাঁদা-দাতাগণের অনুপাতে পূরণ করিতে মোকামী জমাত বাধ্য থাকিবে।

৬। যদি নির্ব্বাচন সভার কোন সভ্য, খোদা না করুন, পরলোক গমন করেন বা অন্যত্র বদলি হন বা পদত্যাগ করেন বা কোন কারণে এই মজলিসের সভ্য না থাকেন, তবে এই সম্পর্কে নাজের আলাকে অবিলম্বে অবহিত করার সময়েই তাঁহার স্থলবর্ত্তী সভ্যও নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইতে হইবে।

৭। নির্ব্বাচন সভার অধিবেশন মোট সভ্য সংখ্যার অর্দ্ধ সংখ্যক সভ্যগণ উপস্থিত থাকিলেই হইতে পারিবে।

৮। আলোচ্য নির্ব্বাচন সভার সভাপতি ইহার অধিবেশনে উপস্থিত অধিকাংশ সভ্যগণের অভিমত-ক্রমে নির্ব্বাচিত হইবেন।

৯। নির্ব্বাচন সভার কার্য্যবিবরণী (অর্থাৎ, নির্ব্বাচন সভার সভ্যগণের লিষ্ট) মরকজের মঞ্জুরীর জন্য নাজারতে উলিয়ায় পাঠাইতে হইবে। ইহাতে অধিবেশনে উপস্থিত নির্ব্বাচন সভার প্রত্যেক সভ্যের দস্তখত বা টিপসহী থাকিতে হইবে (এবং তাঁহাদের পুরাপুরি ঠিকানাও দিতে হইবে)

নোট ঃ— নির্ব্বাচন সভা সম্বলিত জমাতগুলির আমীর ও অন্যান্য ওহদেদারগণ নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে নির্ব্বাচন সভার (মজলিসে এন্তেখাবের) মঞ্জুরী নাজারতে উলিয়া হইতে লওয়া জরুরী হইবে।

১০। এই মজলিস (মজলিসে এন্তেখাব) একটি স্থায়ী মজলিস হইবে যদিও মেম্বরগণের সংখ্যা স্থলে পূর্ণ রাখার জন্য আবশ্যক মজলিসের সভ্যগণের নির্ব্বাচন এই এমারতের হল্কার সাধারণ জন সভায় নিষ্পন্ন হইবে। যে হল্কার নির্ব্বাচন সভায় কোন পদ শূন্য হয়, ঐ হল্কার আহমদী নূতন সভ্য নির্ব্বাচন পূর্ব্বক পাঠাইবেন।

১১। নির্ব্বাচন সভার (মজলিস এন্তেখাবের) শেষ মঞ্জুরী নাজের আলার মধ্যবর্ত্তিতায় হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ আইয়েদাহুল্লাহু বেনাসরিহিল্ আজীজ হইতে লাভ করা জরুরী হইবে।

৮১৯ নং কানুন (ক) "কাওয়াএদ ও জাওয়াবেত, সদর আঞ্জুমনে আহ্‌মদীয়া" ঃ— আমীর নির্ব্বাচনের সময় যে সকল সভ্য কানুন মোতাবেক নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন তাঁহাদের প্রত্যেকেরই নিকট এই মর্ম্মে লিখিত ফুটিশ যাইতে হইবে যে, অমুক তারিখ আমীরের নির্ব্বাচন হইবে এবং তজ্জন্য অমুক সময় ও অমুক স্থানে তাহা হওয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। এই ফুটিশে প্রত্যেক সভ্যেরই সংবাদ পাওয়ার স্বীকৃতি সূচক দস্তখত নিতে হইবে। যুক্তি সঙ্গত নির্ব্বাচন সভার অধিবেশনে কোন সভ্যের ওজর এবং যথাকালের পূর্ব্বে জানান ব্যতীত অনুপস্থিতি অপরাধ জনক ত্রুটি হইবে। এই কারণে কোন সভ্য যুক্তি সম্মত ওজর ছাড়া এই লিখিত ফুটিশ পাওয়ার পর অনুপস্থিত থাকিলে দণ্ডার্হ হইবেন। ইহার ফয়সলা আমীর নির্ব্বাচনকারী এই সভাই করিতে পারিবেন। সভার এইরূপ নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে কোন আপীল হইতে পারিবে না। অবশ্য এই মজলিসই ইহার ফয়সলা সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করিতে পারিবেন।

৮২০ নং কানুন ঃ— প্রত্যেক মোকামী জমাতের পক্ষে জরুরী এই যে উহা সদর আঞ্জুমন আহমদীয়ার বিভিন্ন বিভাগগুলির উদ্দেশ্যানুযায়ী স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন ওহদেদার নিয়োগ করিবে। এই সকল ওহদেদার (পদ-প্রাপকেরা) মরকজের বিভাগগুলির সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারীর নির্দ্দেশানুসারে নিজ নিজ বিভাগ সংক্রান্ত স্থানীয় হল্কার কাজ নির্ব্বাহ করিবেন এবং যাবতীয় প্রয়োজনীয় ও উপযোগী রেকর্ড রক্ষা করিবেন। এই সকল ওহদেদার মোকামী (স্থানীয়) আঞ্জুমনের গণ অধিবেশনে নির্ব্বাচিত হইবেন।

৮২১ নং কানুন ঃ— মোকামী আমীর ও প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার মধ্যে একটি এই বিশেষত্ব থাকিবে যে, মোকামী আমীর মোকামী আঞ্জুমনের মীমাংসাবলী সর্ব্বাবস্থায় রদ্দ করিতে বাধ্য থাকিবেন না। অর্থাৎ, বিশেষ অবস্থায় সেল্‌সেলার ইষ্টের দিক হইতে তিনি তাঁহার ওজুহাত লিপিবদ্ধ করিয়া মোকামী জমাতের ফয়সালা রদ করিবার ক্ষমতা তাঁহার থাকিবে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট সর্ব্বাবস্থায় মোকামী আঞ্জুমনের ফয়সলার পাবন্দ থাকিবেন। কিন্তু আমীর ও প্রেসিডেন্ট উভয়েই মরকজী অফিসারগণের নির্দ্দেশ সমূহ পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৮২১ (ক) নং কানুন ঃ— মোকামী আমীরের পদ সম্মান (রুৎবা) আঞ্জুমনের প্রেসিডেন্টের পদ সম্মান মাত্রও নয় এবং স্বীয় কর্ম্মক্ষেত্রে খেলাফতের অধিকার সমূহও তাঁহার নাই। আপন কাজের দিক দিয়া মোকামী আমীর অবশ্য এক প্রকার খেলাফতের কর্ত্তব্যাবলী ধারণ করেন। অর্থাৎ, তাঁহার ফরজ হইবে যে, তিনি তাঁহার হল্কার আহমদী জনগণের রুহানী, আখ্‌লাকী, তবলিগী, এল্‌মী, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও দৈহিক প্রভৃতি দিক হইতে পুরাপুরি তত্ত্বাবধান করিবেন এবং জমাতের স্থায়িত্ব, দৃঢ় প্রতিষ্ঠা বরং উন্নতি ও মঙ্গলকর পরিকল্পনা বিষয়ে অনুধাবন পূর্ব্বক তদনুযায়ী কার্য্যে ব্রতী হইবেন।

২। মোকামী আমীরের পক্ষে ইহাও জরুরী যে, যাবতীয় গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয়ে জমাতের জনগণের সহিত পরামর্শ করিবেন। সাধারণতঃ অধিক সংখ্যক মতের মর্য্যাদা করা তাঁহার উচিত হইবে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতভেদের দরুণ অধিকাংশের অভিমতের বিরুদ্ধাচরণ করা তাঁহার উচিত হইবে না।

৩। মোকামী আমীর পরামর্শ গ্রহণের সময় এমনভাবে কার্য্য পরিচালনা করিবেন যাহাতে ফয়সালাগুলি যথাসম্ভব সর্ব্ব সম্মতি-ক্রমে গৃহীত হয়।

৪। কিন্তু যেহেতু মোকামী জমাতের শেষ দায়িত্ব আমীরের উপর বর্ত্তে, তজ্জন্য তাঁহার এই অধিকার থাকিবে যে, মতানৈক্যের বেলা কোন কথা সিল্‌সিলার ইষ্টের বিরোধী এবং শান্তি ও শৃঙ্খলার পক্ষে ক্ষতিকর বিবেচনায় তিনি তাঁহার ক্ষমতা বলে অধিকাংশের মত রদ করিতে পারিবেন।

৫। কিন্তু ইহ্যাকার অবস্থায় মোকামী আমীরের ফরজ হইবে যে, তিনি একটি অনুমোদিত রেজিষ্টারে যাহা সিলসিলার সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে। তাঁহার মতভেদের অজুহাত লিপিবদ্ধ করিবেন অথবা যদি এই সকল অজুহাত এই রেজিষ্টারে লিখা সেল্‌সেলার ইষ্টের বিরোধী হইবে বলিয়া তিনি বিবেচনা করেন, তবে অন্ততঃ এইটুকু নোট করিবেন যে এস্থলে উল্লেখ করা সিল্‌সিলার ইষ্টের বিরোধী ওজুহাতের কারণে তিনি অধিকাংশের অভিমতের খেলাফ ফয়সলা করিলেন।

৬। কিন্তু শেষোক্ত অবস্থায় মোকামী আমীরের এই ফরজ হইবে যে তিনি তাঁহার মতানৈক্যের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া গোপনে মরকজে প্রেরণ করিবেন। এই প্রকার রিপোর্ট এক সপ্তাহের মধ্যে প্রেরণ করা জরুরী হইবে এবং আমীরের ইহা ফরজ হইবে যে এই রিপোর্ট করিয়াই তিনি এই প্রকার রিপোর্ট করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার 'মজলিসে আমেলাকে' (কার্য্য নির্ব্বাহক সভাকে) লিখিতভাবে জ্ঞাপন করিবেন।

৭। যদি মোকামী আমীরের কোন ফয়সালা বা হুকুম বা কার্য্যক্রম ইত্যাদির বিরুদ্ধে মোকামী জমাতের জনগণের কোন অভিযোগ থাকে, তবে মরকজে তাঁহাদের আপীল পেশ করিবার অধিকার থাকিবে এবং মরকজের ফয়সালা মোকামী আমীর ও জমাতের মোকামী মেম্বরগণ মান্য করিতে বাধ্য থাকিবেন। মোকামী আমীরের ফয়সালা বা আদেশের বিরুদ্ধে যে আপীল মরকজে যাইবে, তাহা মোকামী আমীরের মধ্যবর্ত্তিতায় যাইবে এবং মোকামী আমীরের ফরজ হইবে যে, তিনি এই প্রকার আপীল ৭ দিনের মধ্যে তাঁহার অভিমত সহ মরকজে প্রেরণ করিবেন। যে পর্য্যন্ত আপীল নিষ্পত্তি না হয়, আপীলকৃত আদেশ অবশ্য পালনীয় থাকিবে। কিন্তু মরকজের অধিকার থাকিবে যে, শেষ ফয়সালার পূর্ব্বেই আপীলাধীন আদেশ পালন রোধ করিতে পারিবেন। যদি মোকামী আমীরের উপরে জেলা আমীর বা প্রাদেশিক আমীর থাকেন, তবে প্রথমতঃ আপীল জেলা আমীর বা প্রাদেশিক আমীরের নিকট করা অত্যাবশ্যক হইবে এবং এই অবস্থায় উপরুল্লিখিত অধিকারগুলি জেলা আমীর বা প্রাদেশিক আমীরের থাকিবে। কিন্তু শেষ আপীল, যাহাহওক, মরকজে হইতে পারিবে।

৮। আমীর নিয়োগ তিন বৎসরের জন্য করা হইবে, যদি ইহার ব্যতিক্রমে কোন পরিষ্কার উল্লেখ না করা হয়। মেয়াদ অতিক্রমের পর নূতন নিয়োগ হইবে। ইহার জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী আমীরের নাম নির্দ্ধারণ করিতেও পারা যাইবে।

৯। মেয়াদের মধ্যেও সময়োপযোগী কোন বিশেষ বিবেচনায় মোকামী আমীরকে তাঁহার ওহদা হইতে অপসারণ করা যাইবে। কিন্তু মোকামী জমাত বা জনগণের তাঁহাদের পরামর্শ ইত্যাদিতে তাঁহার অপসারণ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপনের অনুমতি নাই।

১০। যদি মোকামী আমীরকে অপ্রত্যাশিত-ভাবে হঠাৎ কোথাও তাঁহার কর্ম্ম স্থান হইতে বাহিরে যাইতে হয় এবং মরকজ হইতে পূর্ব্বাহ্নে অনুমতি লইতে পারা না যায়, কিন্তু তিনি তাঁহার মোকামী জমাতের সহিত পরামর্শ করিতে পারেন, তবে তিনি মোকামী জমাতের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক তাঁহার অনুপস্থিতি কালের জন্য তাঁহার কায়েম মোকাম (স্থলবর্ত্তী) নিয়োগ করিবার অনুমতি থাকিবে।

কিন্তু যদি তাঁহাকে এমন সব বিশেষ অবস্থায় তৎক্ষণাৎ তাঁহার স্থান পরিত্যাগ করিতে হয় যে তিনি জমাতের সহিতও কায়েম-মোকাম আমীর সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে না পারেন, তবে তিনি তাঁহার সেক্রেটারীগণের সঙ্গে পরামর্শক্রমেই ১৫ দিনের জন্য তাঁহার 'কায়েম-মোকাম' নিয়োগ করিতে পারিবেন।

১২। উভয় অবস্থায়ই আমীরের ফরজ হইবে যে, সাময়িক নিয়োগের বার্ত্তা তৎক্ষণাৎ মরকজে প্রেরণ করেন।

১৩। মোকামী আমীরগণ সেল্‌সেলার নাজেরগণের নিজ নিজ কর্ম্মায়তনে তাঁহাদের পথ-প্রদর্শনের অধীনে থাকিবেন।

(১৪) জমাতের নেজাম বা এমারতের কর্ত্তব্যাবলী সম্পর্কিত বিষয় সমূহে মোকামী জমাতের জনগণ মোকামী জমাতের আমীরের আনুগত্য করা জরুরী হইবে।

(১৫) আমীরগণ মোকামী জমাতের শেষ দায়িত্বশীল কর্ম্মকর্ত্তা বলিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহাদের হল্কায় সাধু আদর্শ হওয়ার চেষ্টা করা জরুরী হইবে এবং তাঁহাদের ব্যবহার এমন সহানুভূতি সম্পন্ন, দয়া ও প্রেম জনক এবং ন্যায় পরায়ণ হইতে হইবে যেন তাঁহাদের শাসন জনগণের মনে আপনাপনি প্রেম ও ভক্তির আকারে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মতানৈক্যের সময় তাঁহাদিগকে কোন পার্টির পক্ষপাতী বলিয়া মনে না করা যায়।

(১৬) যদি কোন প্রাদেশিক আমীর বা জেলা আমীর বা মোকামী আমীরের সাহায্যার্থে তাঁহার অধীনে নায়েব আমীরের আবশ্যক হয়, তবে তিনি প্রথমতঃ তাঁহার প্রয়োজন স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতঃ নায়েবী কায়েম করিবার জন্য সমসামায়িক খলিফার নিকট হইতে নেজারতে উলিয়ার মধ্যবর্ত্তিতায় মঞ্জুরী গ্রহণ করিবেন এই মঞ্জুরী প্রাপ্তির পর সেই আমীর নিজে নায়েব আমীরের জন্য যোগ্য ব্যক্তি নির্ব্বাচন পূর্ব্বক মঞ্জুরী গ্রহণ করিবেন—জমাত কর্ত্তৃক নির্ব্বাচনের প্রয়োজন নাই।

(ক) আমীরগণ তাঁহাদের মোকামী ওহদেদার-দিগকে—যাঁহাদের মঞ্জুরী মরকজের তরফ হইতে দেওয়া হয়—কর্ম্মচ্যুত করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। অবশ্য, তাঁহারা তাঁহাদিগকে এক বিষয়ে অধিক অপেক্ষা অধিক ১৫ দিন পর্য্যন্ত কর্ম্ম বিরত রাখিতে পারিবেন এবং সম্পূর্ণ কর্ম্মচ্যুতি বা বরখাস্ত করিবার জন্য মরকজে রিপোর্ট পূর্ব্বক মঞ্জুরী গ্রহণ করা জরুরী হইবে।

(১৭) আমীরগণ নাজেরগণের ফয়সলা ও আদেশের বিরুদ্ধে সদর আঞ্জুমন আহমদীয়ার নিকট এবং সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আদেশ ও নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে সমসাময়িক খলিফার নিকট আপীল করিবার অধিকার রাখেন। কিন্তু আপীল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আপীলাধীন হুকুম প্রতিপালন করিতে হইবে। নাজেরগণের ফয়সলা ও আদেশের বিরুদ্ধে সদর আঞ্জুমনে আহমদীয়ায় আপীল পেশ হওয়ার হইলে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ফরজ হইবে যে নিষ্পত্তির সময় হয় আপীলকারী আমীরকেও এজলাসে হাজির হওয়ার সুযোগ দেন অথবা সংশ্লিষ্ট নাজের উপস্থিত থাকিলে নিষ্পত্তির সময়ে সংশ্লিষ্ট নাজেরকেও এজলাসে শরীক হইতে না দেন। ভোট দেওয়ার অধিকার তাঁহার থাকিবে না।

(১৮) মোকামী আমীরদের নির্ব্বাচন মোকামী জমাতের অধিক সংখ্যক মত বলে নির্ব্বাচন সভার মধ্যবর্ত্তিতায় বা সোজাসুজি (যে প্রকার অবস্থাই হউক) এবং জিলা আমীরদের নির্ব্বাচন মোকামী আমীর ও প্রেসিডেন্টদের মধ্য হইতে তাঁহাদের অধিকাংশের মত মোতাবেক এবং প্রাদেশিক আমীর-দের নির্ব্বাচন জিলা আমীরগণের মধ্য হইতেই হইবে এবং এই নির্ব্বাচনে জিলা আমীরগণই মাত্র যোগদান করিতে পারিবেন। কোরাম মোট অভিমতদাতা-গণের অর্দ্ধ হইতে হইবে। কিন্তু যদি কোন অধিবেশনে যথারীতি নুটিশ দেওয়া সত্ত্বেও কোরাম পূর্ণ না হয়, তবে স্থগিত হওয়ার ক্ষেত্রে পরবর্ত্তী অধিবেশনের কোরাম তিন ভাগের এক ভাগ হইতে হইবে।

(১৯) প্রাদেশিক আমীর জিলা আমীরগণের ও মোকামী আমীরগণের এবং জিলা আমীরগণ মোকামী আমীরগণের কাজ রেকর্ড ও হিসাব কিতাব পরিদর্শন ও যাঁচাই করিবার এবং আবশ্যক স্থলে হেদায়েত দেওয়ার ক্ষমতায় ক্ষমতাবান থাকিবেন। জেলা আমীরগণ ও মোকামী আমীরগণের পক্ষে এই সকল নির্দ্দেশ মান্য করা বাধ্যজনক হইবে। কিন্তু প্রাদেশিক আমীরগণও জেলা আমীরগণের নিকট আশা করা যায় যে, তাঁহারা জিলা আমীর ও মোকামী আমীরগণ তাঁহাদের কার্য্যায়তনে স্বাধীন-ভাবে কাজ করিবার সুযোগ দিবেন এবং বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে হস্তক্ষেপ করিবার পন্থাবলম্বন করিবেন না। যদি কোন মোকামী আমীর বা জেলা আমীর কোন নির্দ্দেশের ব্যাপারে এক মত হইতে না পারেন, তবে তিনি এই প্রকার নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে মরকজে আপীল করিবার অধিকার তাঁহার থাকিবে। কিন্তু আপীল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আদেশ প্রতিপালন অত্যাবশ্যকীয় হইবে। কিন্তু মরকজের অধিকার থাকিবে যে, শেষ ফয়সলার পূর্ব্বেও আপীলাধীন আদেশের পালন রোধ করিতে পারিবেন। যদি মোকামী আমীরের উপর জিলা আমীর বা প্রাদেশিক আমীর থাকেন, তবে প্রথমতঃ আপীল জেলা আমীর বা প্রাদেশিক আমীরের নিকট করিতে হইবে এবং ইত্যাবস্থায় উপরোক্ত শক্তি জিলা আমীর বা প্রাদেশিক আমীরের থাকিবে। কিন্তু শেষ আপীল, সর্ব্বাবস্থায় মরকজে করা যাইবে।

(২০) মোকামী আমীরের অধিকার থাকিবে যে, যে সকল ব্যাপারে জমাতের সামগ্রিক বা সাধারণ ইষ্টের উপর প্রতিক্রিয়া হইতে পারে মোকামী আনসারুল্লাহ্‌, খোদ্দামুল্‌-আহমদিয়া ও লাজনা আমাউল্লাহ্‌কে আদেশ করিতে পারিবেন—যাহা লিখিতভাবে দিতে হইবে, এবং উল্লিখিত মজলিসগুলির অধিকার থাকিবে যে, ঐ আদেশ অনুচিত বিবেচিত হইলে মরকজী মজলিসের মারফত সদর আঞ্জুমনে আহ্‌মদীয়ার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিবেন।

মজলিসে আমেলা :

১৯৪৬ সনের মজলিসে মশাওরতের ফয়সলানু-সারে নিম্নলিখিত ওহদেদারগণ মজলিসে আমেলার সভ্য হইবেন :—

আমীর জমাত, নায়েব আমীর, প্রেসিডেন্ট ভাইস্‌-প্রেসিডেন্ট, জেনারেল সেক্রেটারী, সেক্রেটারী রুশদ ও ইসলাহ, সেক্রেটারী তালিম, সেক্রেটারী উমুরে আমা, সেক্রেটারী উমুরে খারেজা, সেক্রেটারী অসায়া, সেক্রেটারী মাল, সেক্রেটারী তালিফ ও তসনিফ, সেক্রেটারী জিয়াফত, সেক্রেটারী জায়েদাদ, সেক্রেটারী জারাআত, অডিটর, আমিন, মোহাসেব, ইমামুস্‌-সালাত ও কাজী। পাঁচ ভাগের দুই ভাগ

পর্য্যন্ত অতিরিক্ত সভ্য শুধু মজলিসে আমেলা নির্ব্বাচন করিবে—সমস্ত জমাত করিবে না। পাঁচ ভাগের দুই ভাগ পর্য্যন্ত অতিরিক্ত সভ্য নির্ব্বাচনের পর আমীরের অধিকার থাকিবে যে কোন প্রয়োজন অনুভূত হইলে এক জন সভ্য বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। ইহার মেয়াদ থাকিবে ৬ মাস। ৬ মাস পর তিনি এই ব্যাপার মজলিসে আমেলার নিকট এ সম্বন্ধে উপযোগী মীমাংসার জন্য সপোর্দ্দ করিবেন।

তাজিরী কমিটি :

মজলিসে আমেলার কোন তাজিরী (দণ্ডবিধায়ক) কার্য্যাবলম্বনের অধিকার থাকিবে না। এ জন্য উহার একটি স্বতন্ত্র কমিটি তৈয়ার করিতে হইবে। কারণ, মজলিসে আমেলায় কাজীও অংশ গ্রহণ করিবেন। কাজী কোন তাজিরী সব-কমিটির মেম্বর হইতে পারেন না। কারণ, পরে তাঁহার নিকট আপীল হইতে পারিবে। সুতরাং, মজলিসে আমেলা সর্ব্বদাই স্বতন্ত্র তাজিরী কমিটি গঠন করিবেন।

তবলীগে হেদায়েত

(৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

করিলেন, তখন ইহুদীগণ দেখিতে পাইল, তিনি একজন দুর্ব্বল নিঃসহায় ব্যক্তি। তিনি কোনো রাষ্ট্রের পত্তন করিলেন না। তিনি শান্তিপূর্ণ উপায়ে রোমক রাষ্ট্রের অধীনে তাঁহার 'রেসালত' (আগমন বার্ত্তা) প্রচার করিতে লাগিলেন। ইহুদীদের নৈরাশ্যের বিষয় একটু লক্ষ্য করুন। তাহারা এমন এক ব্যক্তির অপেক্ষা করিতেছিল, যিনি তাহাদিগকে রাষ্ট্রের অধিপতি করিবেন, এবং বিরাট ঐশ্বর্য্যময় ইহুদী রাষ্ট্রের পত্তন করিবেন। কিন্তু মসিহ আসিয়া করিলেন কি? তাঁহারই কথায় শ্রবণ করুন :—

"শৃগালদের গর্ত্ত আছে, এবং
আকাশের পক্ষিগণের বাসা আছে;
কিন্তু মনুষ্য পুত্রের মস্তক রাখিবার
স্থান নাই।" (যোহন, ৮ : ২০) ইহারই অনুরূপ, মোসলমান এক জন গাজী মাহদীর অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি আসিয়া কাফেরদিগকে 'কতল' করিবেন, এবং একটি বিরাট মোসলমান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিবেন। কিন্তু যেমন বনি-ইস্রাইলের যাবতীয় আশা ভরসাই জলবৎ ভাসিয়া গিয়াছিল, ইহাদের বেলায়ও তাহাই হওয়ার ছিল। কারণ, খোদা ও রসুলের ওয়াদার বিরুদ্ধ আশা পোষণে কোন ব্যক্তিরই মনস্কামনা পূর্ণ হইতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

আপনি 'পাক্ষিক আহ্‌মদীর'
চাঁদা দিন, গ্রাহক দিন
অন্যকে পড়িতে দিন
সাহায্য পাঠান

বিবাহ ও পারিবারিক আইন কমিশনের প্রশ্নাবলীর উত্তর

মূল : মালেক সয়ফুর রহমান, মুফতী, আহমদীয়া সিলসিলা ও সদর মজলিসে একতা

অনুবাদ : দৌলত আহমদ খাঁ খাদিম

স্ত্রী-পুত্রের ভরণ-পোষণ

১নং প্রশ্ন—আপনারা কি এই মত সমর্থন করেন যে কোন স্বামী যদি কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ ব্যতীরেকে স্ত্রী-পুত্রের ভরণ-পোষণের খরচ না দেয় তবে বিশেষ দাম্পত্য ও পারিবারিক আদালতে তাহার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করিবার স্ত্রীর অধিকার বর্ত্তে?

উত্তর—নিশ্চই এরূপ হওয়া চাই। কিন্তু প্রচলিত আদালত সমূহে-ই এই প্রকার মোকাদ্দমার শুনানী হওয়া ও অবস্থা অনুসারে ফয়সালা হওয়া কর্ত্তব্য; অর্দ্ধেক অথবা এক চতুর্থাংশের শর্ত্ত থাকা উচিত নয়।

২নং প্রশ্ন—বর্ত্তমান ফৌজদারী কার্য্য বিধি-আইনের ৪৮৮ ধারা অনুসারে স্ত্রী ফৌজদারী আদালতে খোর-পোষের মামলা করিতে পারে কিন্তু ফৌজদারী আদালত উর্দ্ধকল্পে মাসিক ১০০৲ একশত টাকা খোর-পোষের আদেশ দিতে পারেন; আপনারা কি ইহার পরিমাণ বৃদ্ধির সমর্থন করেন?

উত্তর—একশত টাকার সীমা নির্দ্দেশ ঠিক নয়। স্বামীর অবস্থা অনুসারে যে পরিমাণ খরচ সঙ্গত হয়, তাহা নির্দ্ধারণে আদালতের ক্ষমতা থাকা চাই।

৩নং প্রশ্ন—স্ত্রীর পূর্ব্ববর্ত্তী তিন বৎসরের খোর-পোষ দাবীর কি আপনারা সমর্থন করেন?

উত্তর—স্বামী যতদিন স্ত্রীকে লটকাইয়া রাখে, তাহাকে তত দিনের খোরপোষের জন্য দায়ী করা উচিত। কেননা স্ত্রীর খোরপোষ স্বামীর অবশ্য দেয়। (নায়লুল আওতার, ৩২১ পৃষ্ঠা, ৬ষ্ঠ খণ্ড। অবশ্য বিচার-কালে আদালত বিবেচনা করিবেন স্বামীর বোঝা সাধ্যাতীত না হইয়া পড়ে এবং স্ত্রীকে আবাদ করা সম্পর্কে যদি স্বামীর দোষ সাব্যস্ত না হয়, তবে খোরপোষের ব্যয়ের তাহার কোন দায়িত্ব নাই।

৪ নং প্রশ্ন—যদি স্ত্রী কাবিন নামায় কত দিন খোরপোষ পাইবে সর্ত্ত লেখাইয়া থাকে তবে সে শুধু ইদ্দতের সময় পর্য্যন্তই নয় বরং চুক্তিকৃত সময় পর্য্যন্ত খোরপোষ পাইবে, আপনারা কি তাহা সঙ্গত বোধ করেন?

উত্তর—এই শর্ত্ত শরীয়ত বিরোধী। কোরান ইদ্দতকালের জন্যই খোরপোষ ধার্য্য করিয়াছে। অবশ্য অত্যাচারিত তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীলোকের প্রতি সুবিচার কল্পে আদালত যথা-সঙ্গত ক্ষতি পূরণের আদেশ দিতে পারেন যেমন তালাক শীর্ষের অধীনে ৫নং প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে।

সম্পত্তির তৌলিয়ত (তত্বাবধান)

যদি আদালতের মতে সন্তানদের মঙ্গল এবং সম্পত্তির রক্ষার পরিপন্থী না হয় তবে পিতার অবর্ত্তমানে আদালত মাতাকে সন্তানের সম্পত্তির মোতওয়াল্লিয়া (তত্বাবধায়িকা) নিযুক্ত করুন, আপনারা কি এরূপ মত পোষণ করেন?

উত্তর—ইসলামের বিধান এই যে পিতার অবর্ত্তমানে অন্যান্য পুরুষ আত্মীয় (দাদা, ভাই, চাচা ইত্যাদি) সম্পত্তির তত্বাবধান করিবে। এরূপ অবস্থায় আদালত স্বয়ংও অলি নিযুক্ত হইতে পারেন। কিন্তু যদি আদালতের মতে মাকে সম্পত্তির তত্বাবধায়িকা নিযুক্ত করা অধিকতর সঙ্গত হয় এবং তাহাতে সন্তানদের অধিকতর স্বার্থ অধিকতর সুরক্ষিত হয়, তবে মাকে মোতওয়াল্লিয়া নিযুক্ত করা যাইতে পারে। (আল-আহকামুশ-শরীয়া, ৪৩৪ ধারা।

২নং প্রশ্ন—নাবালকের সম্পত্তির মোতওয়াল্লী আদালতের বিনা অনুমতিতে সম্পত্তি বিক্রয় বা রেহানাবদ্ধ করিতে পারিবে না, আপনারা কি এরূপ আইন প্রনয়ণের সমর্থন করেন?

উত্তর—নাবালকের সম্পত্তির মোতওয়াল্লী আদালতের বিনা অনুমতিতে নাবালকদের সম্পত্তি বিক্রয় বা রেহানাবদ্ধ করিতে পারে না, আমরা ইহা সমর্থন করি।

ওয়ারিশী স্বত্ব এবং অসিয়ত (উইল)

১নং প্রশ্ন—যদি এখন পর্য্যন্ত পাকিস্তানের কোন অংশে উত্তরাধিকার এবং অসিয়ত সংক্রান্ত শরীয়তের বিধান অনুসারে আমল না হয় তবে আপনারা কি এই প্রস্তাব সমর্থন করেন যে অবিলম্বে এরূপ আইন প্রণীত হউক যাহাতে এতদ সমর্থনে দেশের সর্ব্বত্র শরীয়তের আইন প্রয়োজ্য হইতে পারে?

উত্তর—দেশের সর্ব্বত্র উত্তরাধিকার এবং অসিয়ত সংক্রান্ত শরীয়তের বিধান কার্য্যকরী হউক আমরা এই মতের সমর্থন করি। বিধি-সঙ্গত কারণে কোন পিতা সন্তানদিগকে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চাহিলে করিতে পারিবে উত্তরাধিকার আইনে এরূপ ব্যবস্থা থাকা চাই। কিন্তু পুত্র ইচ্ছা করিলে পিতার উপরোক্তরূপ ফয়সালার বিরুদ্ধে আদালতে বিচার-প্রার্থী হইতে পারিবে এবং আদালত পিতার ফয়সালা রদ করিতে পারিবেন। অধিকন্তু শরীয়তের আইন পাকিস্তান গঠিত হইবার তারিখ হইতে প্রবর্ত্তিত হউক।

২নং প্রশ্ন—বর্ত্তমান আইনের কার্য্য বিধির জটিলতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আপনারা কি এ মতের সমর্থন করেন যে স্ত্রীলোকদের অসুবিধা দূরীকরণার্থে কোন স্ত্রীলোক ওয়ারিশী স্বত্ব সম্বন্ধে বাদিণী হইলে তাহার মোকদ্দমা প্রচলিত দেওয়ানী আদালত হইতে বিচারার্থ (প্রস্তাবিত) দাম্পত্য ও পারিবারিক আদালতে স্থানান্তরিত করা হউক?

উত্তর—সিবিল কোর্টই এরূপ মোকাদ্দমাগুলির বিচার করিবেন। তবে একটি শর্ত্ত এই থাকিবে যে এরূপ মোকদ্দমার বিচার তিন মাসের মধ্যে শেষ করিতে হইবে।

৩নং প্রশ্ন—কোরানের এমন কোন স্পষ্ট উক্তি অথবা কোন সহি হাদিসের এরূপ কোন নির্দ্দেশ পাওয়া যায় কি না যাহাতে বুঝা যায় যে এতিম পৌত্র পৌত্রী ও দৌহিত্রগণকে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতেই হইবে।

উত্তর—এতিম পৌত্র পৌত্রী ও দৌহিত্র দৌহিত্রীগণকে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার

সমর্থনে কোন স্পষ্ট উক্তি নাই। কিন্তু ইহাই প্রচলিত প্রথা এবং সমস্ত আইনবিদগণই ইহাতে একমত।

যদি কোরানের নির্দ্দেশানুযায়ী অসিয়ত প্রথা অনুসারে কার্য্য করা হয় তবে কোন এতিম পৌত্র-পৌত্রী বা দৌহিত্র-দৌহিত্রী উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে পারে না। যদি কোন আকস্মিক দুর্ঘটনার দরুণ দাদা অসিয়ত করিতে না পারেন তবে আদালত অন্যান্য ওয়ারিশদের ক্ষতি না করিয়া ত্যাজ্য সম্পত্তির তিন ভাগের এক অংশ পর্য্যন্ত দেওয়াইতে পারেন। আরেক "কাতাবা আলাইকোম ইযা হাজারা আহাদকুমুল্ মওতু ইন্তারাকা খাইয়া-নিল-অসিয়াতা" অর্থাৎ "যদি তোমাদের কাহারও মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে অসিয়ত তোমাদের জন্য ভাল বলিয়া ফরজ করা হইল" এই আয়েত হইতে কোন কোন প্রাচীন আইন-বিশারদ অংশ-বঞ্চিত আত্মীয়দের অনুকূলে অসিয়ত করা ফরজ (অবশ্য-কর্ত্তব্য) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (নায়লুল আওতার ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা। ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬ তারিখের 'আলফজলে' পৌত্র সম্বন্ধে ইসলামের উত্তরাধিকার আইন" শীর্ষক প্রবন্ধও দ্রষ্টব্য)

(ক্রমশঃ)

রমজানে বিশেষ দোয়ার তহ্‌রীক

(সংক্ষিপ্ত)

মূল : হজরত মীর্জা বশীর আহ্‌মদ সাহেব

অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

১। জীবনের ভরসা কি? আগামী বৎসর রমজান মোবারকের সাক্ষাৎ পাইবে, দাবী করিতে পারে কে? তার পূর্ব্বেই স্বর্গস্থ প্রভুর হুজুরে কাহার হাজির হইতে হইবে কেও জানে না। কাজেই, উপস্থিত সুযোগকে পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করিতে হইবে। রোজা, মকল নামাজ, তারাবিহ, কোনআন মজীদ তেলাওত, সাদ্‌কা-খয়রাত, দরূদ-ভরা দোয়া, এবং শেষ দশ দিন এতেকাফ সহযোগে এই মোবারক মাসের বরকত ও বিশেষ আশীষ সমূহ হইতে অধিক চেয়ে অধিক উপকৃত হওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া বন্ধুগণের উচিত। সাদ্‌কা-খয়রাতের জন্য রমজানের প্রারম্ভিক দিনগুলি এবং পরে আবার ঈদের সন্নিহিত শেষ দশ দিন অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত সময়। কেননা ইহাতে গরীব ভ্রাতারা ভালভাবে রমজান যাপন এবং পরে ঈদের প্রস্তুতিতে সাহায্য লাভ করেন। সদ্‌কা মরকজেও পাঠান যায় বা স্থানীয়ভাবেও খরচ করা যায়। দুই-ই মকবুল ও মোবারক। আশে-পাশের গরীবদিগকে কোন অবস্থাতেই ভুলিতে নাই। প্রতিবেশী বলিয়া তাঁহাদের বিশেষ হক্‌।

২। দোয়ার উপর ইসলাম যেরূপ জোর দিয়াছে উহা অতি দেদীপ্যমান বস্তু। হজরত মসিহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম ও ইহাকে তাঁহার বিশেষ অস্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "দোয়ার মধ্যে আল্লাহ-তা'লা মহাশক্তি নিহিত করিয়াছেন। খোদা আমাকে বারম্বার এলহামের দ্বারাও ইহাই বলিয়াছেন যে যাহা কিছু হইবে, দোয়ার দ্বারাই হইবে। আমাদের অস্ত্রও কেবল মাত্র দোয়া। ইহা ছাড়া আমার কোন অস্ত্র নাই। যাহা আমরা গোপনে চাহি খোদা তাহা বাহ্য জগতে প্রকাশ করতঃ প্রদর্শন করেন।"

বস্তুতঃ, দোয়া একটি অতি মহান রুহানী আধ্যাত্মিক যোয়া বটে। শত্রু-বিনাশ ও বন্ধুদের উন্নতি করে ইহার তুলনা নাই।

দোয়া সম্বন্ধে হজরত মসিহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাতু ওস্-সালামের সাধারণ নিয়ম ছিল দোয়া আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সাধারণতঃ সুরাহ্ ফাতেহা পাঠ করিতেন। সুরাহ্ ফাতেহা পাঠে অতিশয় বরকত আছে। বন্ধুগণ সর্ব্বদা এই প্রণালীটি স্মরণ রাখিবেন। সুরাহ্ ফাতেহার পর অন্য দোয়া শুরু করিবার পূর্ব্বে দরূদও পাঠ করা লোনায় সোহাগা।

৩। দোয়ায় (ক) ইসলাম ও আহমদিয়তের উন্নতি, (খ) হজরত খলিফাতুল্-মসিহ্ সানী আইয়েদাহুল্লাহর স্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও অধিক চেয়ে অধিকতর খেদমত-পূর্ণ জীবন লাভ, (গ) জমাতের মোবাল্লেগগণ এবং ময়কজের ও মোকামী কার্য্যীদের জন্য ঐশী-সাহায্যের নজুল, (ঘ) বর্ত্তমান সঙ্কটাকীর্ণ বিষম দুর্যোগ সময়ে আহমদীয়া জমাতের সাম্পূর্ণিক হেফাজত ও উন্নতির জন্য দোয়া অন্য যাবতীয় দোয়া অপেক্ষা অগ্রণ্য করিতে করিতে হইবে—কেননা, এই উদ্দেশ্যগুলি এযুগে স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তার আপন উদ্দেশ্য।

৪। এই সকল দোয়ার পরবর্ত্তী স্থান ব্যক্তি সম্পর্কিত দোয়াগুলির। অর্থাৎ, জমাতের রোগীদের আরোগ্য, বিপদাপন্ন ব্যক্তিদের বিপদ-মুক্তি, বেকারদের কর্ম্ম-সংস্থান, ঋণগ্রস্তদের ঋণ-মুক্তি, পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্য প্রভৃতি বিষয়েও অবশ্যই দোয়া করিতে হইবে। কেননা এই সকল পার্থিব সম্পদ লাভেও মানব-অন্তরে শান্তি প্রাপ্তির বৃহৎ উপাদান নিহিত। আমাদের পরিবারেও দীর্ঘকাল যাবত রোগ ও উদ্বেগ বিদ্যমান। এজন্যও দোয়া করিতে হইবে এবং ইহাও দোয়া করিতে হইবে যেন খোদাতা'লা আমাদের পরিবারের লোকদিগকে জমাতের জন্য আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উৎকৃষ্টতম আদর্শ হওয়ার তৌফিক দেন এবং আমাদের দুর্ব্বলতা দূর করেন।

৫। দোয়ার ব্যাপারে এই নীতিটিও সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দোয়া মহান আধ্যাত্মিক শক্তি হইলেও শুধু সেই দোয়াই দোয়া বলিয়া অভিহিত হওয়ার যোগ্য যাহা আনুষ্ঠানিকভাবে না হইয়া অন্তরের আর্ত্তনাদ ও আত্মিক দরদ ও আকুলতার সহিত করা হয় এবং দোয়াকারী সম্পূর্ণ-রূপে একীন করেন যে, খোদা সবই করিতে পারেন এবং দোয়া করিবার সময় তিনি এই পোক্ত ও জিন্দা ইমান রাখেন যে, এখন তিনি খোদাকে দেখিতেছেন এবং খোদা তাঁহাকে দেখিতেছেন। এই প্রত্যয় ব্যতীত দোয়ার মধ্যে সঠিক আভ্যন্তরীণ অবস্থা কদাচ উৎপন্ন হইতে পারে না।

৬। হজরত মসিহ্ মাওউদ আলায়হেস্ সালামের নির্দ্দেশ মত রমজানে নিজের দুর্ব্বলতা সম্মুখে রাখিয়া দূরীকরণের জন্য মনে মনে পাকা প্রতীজ্ঞা করিতে হইবে, যাহাতে কার্য্যতঃ রমজানের বরকত বিশিষ্ট আকারে মূর্ত্তমান হইয়াও প্রকাশ পায়। নামাজ পড়ায় সুস্তি, রোজা রাখায় সুস্তি, চাঁদায় সুস্তি, অসিয়ত করিতে শৈথিল্য, ঘুষ নেওয়া বা দেওয়ার দৌর্ব্বল্য, সুদ নেওয়া বা দেওয়ার ব্যাপারে অসতর্কতা, গালির অভ্যাস, পরনিন্দা, পরচর্চ্চার ('গীবতের') অভ্যাস, সিনেমা দেখার, কামলোলুপ দৃষ্টিপাতের, হুক্কা বা বিড়ি-সিগারেট পানের, দাঁড়ী মুণ্ডনের অভ্যাস, সেনা-পাওনার অসততা, আমানতে খেয়ানত, (বিশ্বাস-ঘাতকতা) মিথ্যা বলার অভ্যাস, ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রবঞ্চনা, ছোটদের শিক্ষার প্রতি উদাসীনতা প্রভৃতি প্রভৃতি শত শত প্রকার দুর্ব্বলতা আছে, যে গুলিতে পারি-পার্শ্বিকতার প্রভাবে দুর্ব্বল প্রকৃতির লোকেরা আক্রান্ত হইয়া পড়ে। ইহাদের কোন একটি দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে খোদার নিকট দেলে দেলে অঙ্গীকার করিতে হইবে যে, ভবিষ্যতে তাহা হইতে দূরে থাকিবে। তারপর, মোমেন সুলভ দৃঢ়তা ও সঙ্কল্প নিয়া প্রতীজ্ঞা পালনে ব্রতী হইবে। অন্যের নিকট নিজের কোন দুর্ব্বলতার ঢাক পিটান নিষ্প্রয়োজন। কেননা এরূপ বলাবলি খোদার 'সাত্তারী,'—দোষ ঢাকিবার গুণের বিরুদ্ধাচরণ বটে। শুধু খোদার নিকট মনে মনে প্রতীজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে।

৭। পরিশেষে, আমীরুল্ মোমেনীন খলিফাতুল্-মসিহ্ সানী আইয়েদাহুল্লাহ তেনাস্ রিহিল্ আজীজের জন্য বন্ধুগণকে বিশেষভাবে দোয়া করিবার জন্য মনোযোগী হইতে বলিব। হুজুরের খেলাফতের জামানায় আল্লাহ্ তা'লা যেরূপ বিশেষ ফজল ও বিশেষ জ্যোতিঃ বিকাশ করিয়াছেন, অধিকন্তু যেরূপ হুজুর সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'লার মহান ওয়াদা সমূহ আছে, তৎ-দৃষ্টে জমাতের প্রত্যেক মুখ্‌লেস বন্ধুর উচিত হুজুরের জন্য রমজানে বিশেষভাবে দোয়া করিবেন, যেন আল্লাহ্ তা'লা হুজুরকে শুধু পূর্ণ স্বাস্থ্যই দেন, শুধু দীর্ঘায়ু করেন এমন নয়, বরং হুজুরের খেলাফতের বরকত ও আশীষ সমূহ পূর্ব্বাপেক্ষাও সহস্র গুণে প্রকাশ করেন এবং হুজুরের জরিয়া বিশ্বে ইস্‌লাম ও আহ্‌মদীয়তের আওয়াজ উচ্চ ধ্বনিত হয়। আমীন, হে আরহামার রাহেমীন! লাহাওলা ওলা কুওতা ইল্লা বিল্লাহিল আজীম।

('আল্-ফজল,' ১৮-৪-৫৬)

[সকল প্রবন্ধের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। পাক্ষিক আহমদীর নাম উল্লেখ করিয়া যে কেহ ইহা হইতে উদ্ধৃত করিতে পারেন]

Printed at the AHMADI PRESS and published by Mvi. Anwarul Haque
from 4, Bakshi Bazar Road, Dacca.—Editor, Momtaj Ahmad, (Muballigh).